Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Bhadra 11, 1433 Bangla, August 26, 2026, Wednesday, No. 232, 56th year

H I G H L I G H T S

Holy Eid-e-Miladunnabi, commemorating birth & death of Prophet Hazrat Muhammad (PBUH), is being observed today across country with due religious reverence & solemnity. [Jago FM: 16]

Inaugurating fortnight-long program on this occasion, President Mirza Fakhrul Islam Alamgir has said, Farewell Hajj speech of Prophet Hazrat Muhammad (PBUH) is still very relevant for entire humanity. [R. Today: 30]

Prime Minister Tarique Rahman has called for building a peaceful Bangladesh by following life and philosophy of Holy Prophet Hazrat Muhammad (PBUH). [R. Today: 26]

Information and Broadcasting Minister has called for a social boycott of those who practice intellectual fascism. [R. Today: 27]

State Minister for Foreign Affairs has said government will not allow anyone to remain in jail or detention because of their political affiliation. [BBC: 04]

LGRD and Cooperatives Minister has informed that Denmark will provide assistance worth Tk 4,500 crore to address growing demand and crisis of safe drinking water in Dhaka. [R. Today: 27]

Human Rights Watch has called for immediate action to end prolonged detention of politicians and others linked to the ousted Awami League government prior to their trial. [DW: 12]

Five more children have died across country with suspected measles. [BBC: 03]

According to Police data, Bangladesh recorded 934 murder cases during 3-month from May to July. Crime analysts cite political conflict, local disputes, drugs & family feuds contributing to continued violence. [BBC: 05]

China has vowed to protect its interests after US announced plans to widen economic sanctions against Iran and its trading partners. [BBC: 11]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ১১, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ২৬, ২০২৬, বুধবার, নং- ২৩২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

দেশে আজ যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী। [জাগো এফএম: ১৬]

এ উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণ আজও সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। [রে. টুডে: ৩০]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণে শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [রে. টুডে: ২৬]

বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্যাসিজম চর্চাকারীদের সামাজিকভাবে বয়কটের আহ্বান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর। [রে. টুডে: ২৭]

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে অন্যায়ভাবে কেউ যাতে কারাগারে আটক না থাকে সরকার সেটি নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। [বিবিসি: ০৪]

রাজধানী ঢাকার ক্রমবর্ধমান বিশুদ্ধ পানির চাহিদা ও সংকট মোকাবিলায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা সহায়তা দেবে ডেনমার্ক - জানালেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী। [রে. টুডে: ২৭]

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ ও অন্যদের বিচারের আগেই দীর্ঘদিন আটক রাখার অবসানে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। [ডয়চে ভেলে: ১২]

সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশুর মৃত্যু। [বিবিসি: ০৩]

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত মে-জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে ৯৩৪টি খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্ষমতার আধিপত্য, রাজনৈতিক সংঘাত, মাদক এবং পারিবারিক বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ড ঘটছে বেশি। [বিবিসি: ০৫]

ইরান এবং তাদের বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ঘোষণার জবাবে চীন তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করবে বলে জানিয়েছে। [বিবিসি: ১১]

বিবিসি

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধে সরকারের কোন মানসিকতা নেই : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে সরকারের কোনো ধরনের মানসিকতা নেই বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান পার্থ। মঙ্গলবার সরকারের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি বিষয়ে সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কনসার্ট বন্ধ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা প্রথম থেকে দেখছি আজকে থেকে না, ৪০ বা ৫০ বছর ধরে দেখে আসছি যে, কালচারাল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটা গোষ্ঠী সব সময়ই এরকম করে। এটা বাংলাদেশে অনেক সময়ই হয়ে আসছে। বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে আমরা জানি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ মানুষের পাশে কীভাবে থাকতে হয়। কিছু কিছু মানুষ ওভার রিঅ্যাক্ট করে। পুলিশ কনসার্টের পারমিশন বাতিল করেছে মানে সরকার সহযোগিতা করেনি এমন প্রশ্নে মি. পার্থ বলেন, "নট নেসেসারিলি, কনসার্ট বাতিল হওয়া মানেই যে সরকার সহযোগিতা করেনি। মেবি সেখানে সিকিউরিটি ইস্যু ছিল আরো অনেক কিছু ছিল, সেটা আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারব। মাঝে মাঝে কনসার্ট অন্যান্য ডিফারেন্ট কারণেও বাতিল করা হয়, নট নেসেসারি কারো অবজেকশনের কারণে।„ "আমাদের সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের কোনো মানসিকতা নেই যে কালচারাল কোনো ব্যাপারে বাধা বা বিঘ্ন এইরকম,„ বলেন তথ্যমন্ত্রী মি. পার্থ। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান পার্থ বলেন, "গণতন্ত্র বিশ্বাস করাটা আসলে মানসিকতার ব্যাপার, এটা সিস্টেমের ব্যাপার না। ১৭ বছর দেখেছি, সমালোচনা নেওয়ার মানসিকতা ছিল না।„ "আমরা কাউকে নিয়ন্ত্রণ করবো না, আমরা কারো মুখ বন্ধ করে দেব না। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা গণতন্ত্রের আরেকটা অংশ,„ বলেন তথ্যমন্ত্রী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

চীনের তৈরি জে-১০সিই যুদ্ধবিমান কেনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার : প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকার চীনের তৈরি জে-১০সিই যুদ্ধবিমান কেনার পথে খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেছেন তিনি। চিনের তৈরি জে-১০সিই ফাইটার বিমান বাংলাদেশ কিনতে পারে এমন আলোচনার কথা উল্লেখ করে মি. রহমান এ কথা জানান। তিনি বলেন, "সাম্প্রতিক একটা রিয়েল এক্সপেরিয়েন্স আছে কমব্যাট সিচুয়েশনে। ভারত-পাকিস্তানে যখন যুদ্ধ হচ্ছে, ভারতের ডেসল রাফাল ডাউন হয়েছিল, সেটা করেছিল চাইনিজ জে-১০। এই তথ্য এখন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং চায়নার তৈরি একটা মাল্টিরোল ফাইটার, এখন রাফালকে বলা হয় ৪.৫ জেনারেশনের সবচেয়ে আধুনিক ফাইটারগুলোর একটা। তার সাথে কমব্যাট সিচুয়েশনে খুবই ভালো করেছে। সো, বাংলাদেশ সেদিকে মনোযোগ দিয়েছে এবং আশা করা যায়, আমরা এই পথে খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছি।„ তিনি জানান, ইউরোপিয়ান যুদ্ধবিমানের তুলনায় চীনের তৈরি যুদ্ধবিমানের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম। "একটা কথা বলে রাখা ভালো, সিমিলার কোয়ালিটির রাফাল বলি বা ইউরো ফাইটার টাইফুন বলি, ইউরোপিয়ান ভ্যারিয়েন্টের তার তুলনায় চাইনিজ ফাইটারগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম,„ বলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, "আশা করি, আমাদের সরকার জনগণের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সব রকমের পদক্ষেপ নেবে।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ শিশুর মৃত্যু

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে পাঁচটি শিশু মারা গেছে। একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৯৮৬টি শিশু। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগেই মারা গেছে চার শিশু। বাকি একজন সিলেট বিভাগে মারা গেছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ৮৪৪টি শিশু মারা গেছে। আর একই সময়ে পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া হামে মারা গেছে ৯৯টি শিশু।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

সাংবিধানিকভাবেই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির শপথ নিয়েছেন : আইনমন্ত্রী

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রশ্নে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, সাংবিধানিকভাবেই শপথ নিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, "প্রথম কথা হলো আইনে যেটা আছে সেটা আছে, দ্বিতীয় হলো এই সরকার যেটা করেছেন, সংবিধান মেনেই করেছেন। এখানে ব্যত্যয়ের কোনো কিছু ঘটেনি। সুতরাং আমরা যা করেছি, সাংবিধানিকভাবেই করেছি। এটাকে বলে ডিবি ক্লজ। যখন শপথ নেওয়া হয়েছে, আমরা সাংবিধানিকভাবেই দিয়েছি।„ সোমবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরকে সাংবাদিকরা তার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন কি না, এমন এক প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, এ নিয়ে কে নিউজ করেছে, কার এত জ্বালা? (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

জুলাই গণহত্যার বিচারসহ ছয় দাবিতে ১১ দলীয় ঐক্যের লংমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা

জুলাই গণহত্যার বিচার, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, গ্যাস-বিদ্যুৎ এবং সারের সংকট সমাধানসহ ছয় দাবিতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় ঐক্য। মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। মি. পরওয়ার জানান, ৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টায় ঢাকার শাপলা চত্বর থেকে লংমার্চ শুরু হবে। চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে গিয়ে এই লংমার্চ শেষ করবে ১১ দলীয় ঐক্য। একইসঙ্গে, পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় শহরে এই কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানান তিনি। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ”জুলাই গণহত্যার বিচার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা, ছয়টা দাবি আমাদের প্রধান দাবি হিসেবে লংমার্চের কর্মসূচিতে উল্লেখ করেছি। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘী ময়দানের গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবো আমরা শাপলা চত্বর থেকে।„ একইসঙ্গে, লংমার্চের সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলে যাতে কম বিঘ্ন ঘটে, সে বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মি. পরওয়ার। ”মহাসড়কের একটি অংশ দিয়ে লংমার্চের বহর চলাচলের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে অন্য অংশ দিয়ে সাধারণ যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখা যায়। তবে এত বড়ো কর্মসূচির কারণে কোথাও সাময়িক ভোগান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমরা দেশবাসীর নিকট অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি,„ বলেন মি. পরওয়ার।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

কেউ যাতে অন্যায়ভাবে কারাগারে না থাকে, সরকার সেটা অবশ্যই নিশ্চিত করবে : শামা ওবায়েদ

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে অন্যায়ভাবে কেউ যাতে কারাগারে আটক না থাকে, বর্তমান সরকার অবশ্যই সেটি নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ”আমাদের সরকারের স্ট্যান্ড হচ্ছে যে, আমরা মানবাধিকার রক্ষায় আমরা সচেষ্ট আছি। আমরা দায়বদ্ধ জনগণের কাছে। বিরোধী দল হোক, আওয়ামী লীগ হোক যেই দলই হোক, অন্যায়ভাবে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কেউ যাতে অন্যায়ভাবে জেলে না থাকে আটক না থাকে, সেটা অবশ্যই বর্তমান সরকার নিশ্চিত করবে।„ বাংলাদেশে অনির্দিষ্টকাল ধরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যক্তিরা বিনা বিচারে কারাগারে আটক রয়েছে হিউম্যান রাইটস এমন উদ্বেগ প্রকাশ করে সোমবার বিবৃতি দিয়েছিল। মঙ্গলবার সেই বিষয়টি উল্লেখ করে মানবাধিকার নিয়ে সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, ”গত ১৭ বছরে যে ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বাংলাদেশে, দেশের ইতিহাসে এ ধরনের মানবতা কখনও লঙ্ঘিত হয়নি।„ ”সবচেয়ে বড়ো ভিকটিম হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও তার নেতা-কর্মীরা। সুতরাং আমরা কখনই চাইবো না যে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে গত ফ্যাসিস্ট আমলটা ফেরত আসুক। আমরা চাই, প্রত্যেকটি মানুষের মিনিমাম মানবাধিকার যেন নিশ্চিত হয়,„ বলেন মিজ ওবায়েদ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে হওয়া মামলাগুলো রিভিউ করার কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ”জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে অনেক মামলা হয়েছে, যে-সব মামলাগুলা লিগ্যাল যেগুলো হওয়া উচিত ছিল, খুনীদের নামে মামলা হয়েছে, যারা গুম খুনের অর্ডার দিয়েছে, তাদের নামে মামলা হয়েছে।„ ”আবার অনেকে অতি উৎসাহী হয়েও কিছু মামলা করেছে। সেই মামলাগুলোও কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় বলেছে যে, তারা রিভিউ করবে। মামলাগুলো রিভিউ করে তারা যদি সত্যতা না পায়, কোনো বেসিস না থাকে, সেই মামলাগুলো রিভিউ করে তারা ব্যবস্থা নেবে এটা কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় থেকে পরিষ্কার করে বলেছে,„ বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন 'শুট দ্য মেসেঞ্জার' প্রবণতার দৃষ্টান্তঃ টিআইবি

টেকনোক্র্যাট কোটায় দ্বৈত নাগরিকত্বধারী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের নিয়োগ সংবিধানসম্মত নয় এবং এ বিষয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা না করে পদ গ্রহণও প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি। একইসঙ্গে দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন ”শুট দ্য মেসেঞ্জার„ প্রবণতার দৃষ্টান্ত এবং মুক্ত গণমাধ্যম ও জনগণের তথ্য জানার অধিকারের প্রতি হুমকি উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে টিআইবি। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি এমন উদ্বেগ জানিয়েছে। তবে, মঙ্গলবারই আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, সাংবিধানিকভাবেই শপথ নিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বিদেশি নাগরিকত্ব রয়েছে, এমনকি সংশ্লিষ্ট দেশের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার তথ্য বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে বিষয়টি উল্লেখ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, ”টেকনোক্র্যাট কোটায় দ্বৈত নাগরিকত্বধারীর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ অসাংবিধানিক। সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্য নন-এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে।„ ”অন্যদিকে, ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনকারী বা সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকারকারী ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য। একইসঙ্গে ৬৬(২ক) অনুচ্ছেদে দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগের বিষয়টিও সুস্পষ্ট। ফলে দ্বৈত নাগরিকত্ব বহাল থাকা

অবস্থায় টেকনোক্র্যাট কোটায় তার নিয়োগ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজের অবস্থান প্রকাশ না করে প্রতিমন্ত্রীর পদ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি নিজেকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন„ বলেন মি. ইফতেখারুজ্জামান। একইসঙ্গে, সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি যেভাবে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন সেটি "পতিত কর্তৃত্ববাদী আমলের "শুট দ্য মেসেঞ্জার„ চর্চারই প্রতিফলন„ বলেও উল্লেখ করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। "সংবাদটি কে করেছে বা কে প্রশ্ন তুলেছে, তা এখানে মূল বিষয় নয়। মূল প্রশ্ন হলো, প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বিদেশি নাগরিকত্ব বহাল ছিল কি না। এমন একটি সুস্পষ্ট সাংবিধানিক ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া তার দায়িত্ব„ বলেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির স্বার্থে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের নিয়োগকে কেন্দ্র করে চলমান বিতর্কের মূল বিষয় দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করারও আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি। এছাড়া সরকারের অন্য কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা সমমর্যাদার দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রশ্ন থাকলে, স্বচ্ছতা ও সাংবিধানিক জবাবদিহির স্বার্থে তাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে অবস্থান ও তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রতিদিন গড়ে খুন হচ্ছে ১০ জন, সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড কেন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না?

সম্প্রতি রংপুরের একটি বাসায় শিক্ষক পরিবারকে চারজনকে হত্যার ঘটনা ঘটনায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তবে, এই যে শঙ্কা শুধুমাত্র একটিই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে হয়েছে, তা কিন্তু নয়। গত কয়েক মাস ধরে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে। বাংলাদেশের পুলিশ হেডকোয়ার্টারের তথ্য অনুযায়ী, গত মে থেকে জুলাই পর্যন্ত এই তিন মাসেই সারাদেশে ৯৩৪টি খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। অর্থাৎ তিন মাসে গড়ে ৩০০-এর বেশি খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। সেই হিসেবে দৈনিক খুনের ঘটনা ঘটেছে ১০টিরও বেশি। বাংলাদেশের পুলিশ সদর দপ্তর বলছে, চুরি-ডাকাতির পরিমাণ আগের চেয়ে কিছুটা কমলেও খুন বা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "প্রতি মাসে কমবেশি ৩০০-এর মতো খুনের ঘটনা ঘটছে। গড়ে প্রতিদিন ১০টা করে খুন যেন আমাদের ভাগ্যে লেখা রয়েছে।„ চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ২ হাজার ৭৬টি। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ২৮৭, ফেব্রুয়ারি ২৫০, মার্চে ৩১৭ ও এপ্রিলে ২৮৮টি। তবে পুলিশ এটিও বলেছে, যে-সব হত্যাকাণ্ডের যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তার পেছনে যারা জড়িত, তাদেরকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা তারা করছেন এবং অপরাধীদেরও গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য মতে, বছরের প্রথম সাত মাসে মব সহিংসতায় মারা গেছে ১৩৪ জন। একই সময় রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে অন্তত ৭৭ জন। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্ষমতার আধিপত্য, রাজনৈতিক সংঘাত, মাদক এবং পারিবারিক কলহ বা বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশি। এসব অপরাধ দমনে বর্তমান সরকার ও ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অপরাধ বিশ্লেষকরা।

সাত মাসে খুনের মামলা ২০৭৬টি

প্রতি মাসে খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনায় মামলা নিয়ে মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত করে বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর। পুলিশ সদর দপ্তরের এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত বছরের প্রথম সাত মাসে খুন বা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা হয়েছে ২০৭৬টি। এর মধ্যে জানুয়ারি মাসে ২৮৭টি, ফেব্রুয়ারিতে ২৫০, মার্চ মাসে ৩১৭, এপ্রিলে ২৮৮, মে মাসে ৩১০, জুন মাসে ৩২৬ এবং জুলাই মাসে ২৯৮টি। মাস শেষ না হওয়া এখনো পর্যন্ত আগস্ট মাসের রিপোর্ট যুক্ত হয়নি পুলিশ সদর দপ্তরের রিপোর্টে। অপরাধ বিশ্লেষকদের তথ্যমতে, দেশে বৈধ এবং অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্তার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্বলতাসহ নানা কারণে খুন ও অপরাধ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। অপরাধ বিশ্লেষক অধ্যাপক মুহাম্মদ উমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখন অনেকের হাতে হাতে অস্ত্র চলে গেছে। অবৈধ অস্ত্রের চোরাচালান বাড়ছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, পারিবারিক বিবাদ কিংবা ক্ষমতার আধিপত্যের কারণে খুন ও সহিংসতা বাড়ছে।„ শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। বিভিন্ন পুলিশি থানা থেকে অস্ত্র লুটপাটের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আস্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। তবে, পুলিশ ও বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পরিসংখ্যান বলছে, বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ের চেয়ে বর্তমান নির্বাচিত সরকারের প্রথম ছয় মাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেয় বিএনপি সরকার। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাইয়ে সারা দেশে খুনের ঘটনায় এক হাজার ৭৮৯টি মামলা হয়েছে। আগের ছয় মাসে হয়েছিল এক হাজার ৭৮০টি। সে হিসাবে খুনের মামলা বেড়েছে ৯টি। অন্যদিকে, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় গত ছয় মাসে মামলা হয়েছে ১১ হাজার ১৬৫টি। আগের ছয় মাসে হয়েছিল ১০ হাজার ৯০টি। এই শ্রেণিতে মামলা বেড়েছে ১ হাজার ৭৫টি।

পুলিশের অতিরিক্ত আইজি খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”দস্যুতা, ডাকাতি কিংবা চুরির ঘটনা কমলেও খুনের ঘটনা হয়ত খুব একটা কমেনি। মানুষের মধ্যে স্থানীয় বিবাদ, অস্থিরতা এটা অনেক ক্ষেত্রে আগে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।„

রাজনৈতিক কোন্দল ও হত্যাকাণ্ড

গতকাল রোববার অর্থাৎ ২৩ আগস্ট রাতে কিশোরগঞ্জের ভৈরব পৌরসভার সাবেক কাউন্সিল ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগ নেতা আল আমিনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি, জামায়াত, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী কিংবা এনসিপির মধ্যে সংঘাত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে গত জুলাই মাস পর্যন্ত সারাদেশে ৪০০টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব সহিংসতায় ২৯৭৪ জন আহত হয়েছেন এবং মারা গেছে অন্তত ৭৭ জন। এর মধ্যে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সহিংসতায় চারজন, জামায়াত বিএনপির সহিংসতায় ৯ জন আর বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয়েছে ১৬জন। বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, হত্যাকাণ্ডের পেছনে যতগুলো কারণ রয়েছে, তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণ অন্যতম। সারাদেশে যে ৭৭ জন রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা গেছে, তাদের মধ্যে দুর্বৃত্তদের হামলা ও গুলিতে নিহত হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন এলিনা খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”আমরা দেখছি, নির্বাচিত সরকারের সময়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার পরিমাণ বাড়ছে। পদ-পদবির জন্য মারামারি হচ্ছে। এই দায় তো সরকারকেই নিতে হবে।„ যদিও পুলিশ মনে করে, রাজনৈতিক কোন্দল আগেও ছিল, এখনো রয়েছে। চাইলেই রাজনৈতিক সংঘাত সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। অতিরিক্ত আইজিপি খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলো আগে থেকেই ঘটে আসছে। তবে একটা আশার ব্যাপার হলো সরকার থেকে আমাদের ওপর কোনো ধরনের চাপ নেই। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে।„

কেন নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না?

চলতি বছরের ঢাকার মিরপুরে শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনাটি দেশজুড়ে নানা আলোড়ন তৈরি করে। সরকারের প্রধানমন্ত্রী পরিবারের সাথে দেখা করতে যায়। দ্রুত বিচারের আশ্বাস দেন। ওই ঘটনায় জড়িতদের আটকও করে পুলিশ। ঘটনার মাত্র ১৯দিনের মাথায় মামলার রায়ও দেয় ঢাকার নিম্ন আদালত। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, রামিসা শুধু একটি ঘটনা নয়। প্রতিনিয়ত সারাদেশে এমন নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু সব ঘটনায় এত দ্রুত বিচার করা যাচ্ছে না। অপরাধ বিশ্লেষকরা মনে করেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এখনও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আর আগের মতো ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এই সুযোগে খুন, সহিংসতা ও নানা অপরাধ কর্মকাণ্ড বাড়ছে। কিন্তু এই অপরাধ দমনে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অপরাধ বিশ্লেষকরা। অধ্যাপক উমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”যেভাবে খুন সহিংসতার মতো অপরাধগুলো বাড়ছে, তা দমনে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এজন্য সরকারের বিশেষায়িত অভিযান পরিচালনা করা দরকার। ২০২৪ সালের আগস্টের পর পুলিশের অনেকেই ডিমোরালাইজ হয়ে গেছে। অনেকেই ভীতি নিয়ে কাজ করছে।„ বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় দেশে মব সহিংসতার ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু বর্তমানে মবের মতো ঘটনাগুলো এখনো দমন করা যায়নি কেন, সেই প্রশ্নও তুলছেন মানবাধিকার কর্মীরা। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে মব সহিংসতায় নিহত হয়েছে ১৩৪ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে ঢাকায় ৫০ জন। আর চট্টগ্রামে নিহত হয়েছে ৩১ জন। মানবাধিকারকর্মী এলিনা খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”এটা একটা নির্বাচিত সরকার। মানুষ চায় নিরাপত্তা। যে-কোনো মূল্যে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে এটির নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।„ যদিও অতিরিক্ত আইজিপি খোন্দকার খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেছেন, আগে যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল, সেটি থেকে পরিস্থিতির একটু উন্নতি হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

দ্বৈত নাগরিকেরা উপদেষ্টা হতে পারলে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী হতে পারেন না কেন?

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ছয় মাসের মাথায় মন্ত্রিসভায় কিছু রদবদল করেছে। সেখানে চারজন মন্ত্রী ও দুইজন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। যে দুইজন প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন তার মধ্যে একজন হুমায়ুন কবির। এর আগে, গত ছয় মাস মি. কবির প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি যখন ওই পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন বাংলাদেশের বাইরেও তার ভিন্ন কোনো দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে কী-না সেই প্রশ্ন সামনে আসেনি। কিন্তু প্রতিমন্ত্রীর হিসেবে শপথ নেওয়ার পর বাংলাদেশের কোনো কোনো গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মি. কবির প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেও তার রয়েছে বিদেশি নাগরিকত্ব। এমন অবস্থায় সোমবার ঢাকার একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হওয়ার পর সেখানে মি. কবিরের কাছে তার দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। তবে, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বিদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন কি না, সে

প্রশ্নের জবাব দেননি। বরং তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, কে এটা নিয়ে নিউজ করেছে, কার এত জ্বালা? তার এই প্রতিক্রিয়ার পর এ নিয়ে সোমবার থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনা-সমালোচনাও দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ প্রশ্নও তুলেছেন, দ্বৈত নাগরিকত্ব যদি থাকে, তাহলে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করা গেলেও কেন মন্ত্রী কিংবা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। জবাবে সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী সাংবিধানিক পদ হলেও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার পদটি সাংবিধানিক নয়। যে কারণে হুমায়ুন কবির উপদেষ্টা থাকা অবস্থায় সেই প্রশ্ন ওঠেনি। মঙ্গলবার হুমায়ুন কবিরের নাগরিকত্ব নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, "এই সরকার যেটা করেছেন, সংবিধান মেনেই করেছেন। এখানে ব্যত্যয় কোনো কিছু ঘটেনি।

উপদেষ্টা হওয়া গেলেও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কেন নয়?

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে জয় পেয়ে **১৭** ফেব্রুয়ারি সরকার গঠন করে বিএনপি। ওইদিন প্রায় অর্ধশত সদস্যের একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার।এর পাশাপাশি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদায় বেশ কয়েকজনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওইদিনই প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান হুমায়ুন কবির। কিন্তু মি. কবির যে সময়ে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তখন তার নাগরিকত্বের বিষয়টি সামনে আসেনি। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই তার বাংলাদেশের বাইরেও অন্য দেশের নাগরিকত্ব আছে কী-না সেই প্রশ্ন দেখা দেয়। এর অবশ্য একটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কাজী জাহেদ ইকবাল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিষয়টি সাংবিধানিক। কেননা যদি কোনো ব্যক্তি অন্য দেশের নাগরিক হন, তাহলে উনি এমপি মন্ত্রী বা কোনো সাংবিধানিক পদে যেতে পারবেন না।„ বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ ধারায় বলা হয়েছে, 'সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।„ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ ধারায় বলা আছে, 'প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, তাহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।' অর্থাৎ সংসদ সদস্য নন বা টেকনোক্র্যাট কোটায় যাদের নিয়োগ দেওয়া হবে, তাদেরও অন্তত সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। এই ধারার ব্যাখ্যায় সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক বলছিলেন, "বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদ সদস্য হওয়ার যে যোগ্যতা, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রায় একই যোগ্যতা। যে কারণে এমপি পদে অযোগ্য হলে তিনি মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীও হতে পারবেন না।„

বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, হুমায়ুন কবির শৈশব থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাসের কারণে সেদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। এই কারণেই প্রশ্ন উঠেছে যে, হুমায়ুন কবির প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার সময় অন্য দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন কিনা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেকজন প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদও এমপি হিসাবে নির্বাচন করার আগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন। গত ছয় মাস প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-**১** হুমায়ুন কবির। তাহলে কেন তিনি প্রতিমন্ত্রী হতে পারবেন না, সেই প্রশ্নও ছিল বিশেষজ্ঞদের কাছে। জবাবে মি. মালিক বলছিলেন, উপদেষ্টাদের যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয়ে সংবিধানে কিছু বলা নাই। এটা সাংবিধানিক পদও না।

আরো যে-সব পদে যেতে বাধা, কারণ কী?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রসঙ্গ। বিশেষ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ও এটি নিয়ে নানা আলোচনা ছিল। ওই নির্বাচনের আগে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন প্রার্থীর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল দ্বৈত নাগরিকত্বের ইস্যুতে। যদিও পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন তাদের বেশিরভাগেরই মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছিল। অবশ্য সেই সময়ে অনেকেই তাদের অন্য দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিল বলে প্রমাণাদি নির্বাচন কমিশনে দাখিল করেছিল। আইনজীবীরা বলছেন, দ্বৈত নাগরিকত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সাংবিধানিক পদে যাওয়ার যোগ্য হবেন না। তবে, কেউ নাগরিকত্ব ছেড়ে দিলে তিনি ওই পদের যোগ্য হবেন। কিন্তু সেটিও হতে হবে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়। দ্বৈত নাগরিকদের ক্ষেত্রে কেন সাংবিধানিক পদে যেতে এমন বাধা কেন, সেই প্রশ্নের জবাবে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। শাহদীন মালিক বলছিলেন, "যে-কোনো সাংবিধানিক পদে যখন শপথ হয়, তখন দুই ধরনের শপথ দেওয়া হয়। একটা পদের শপথ নেয়, আরেকটা গোপনীয়তার শপথ নেয়। অর্থাৎ তিনি যে পদে দায়িত্ব পালন করবেন, সেই পদে কী কী করছেন, তার গোপনীয়তা রক্ষা করা।„ "মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব

পালনের ক্ষেত্রে গোপনীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। এখন কেউ যদি ভিন্ন দেশের নাগরিক হন কিংবা দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে, তাহলে সে সব সময় গোপনীয়তার শপথ রক্ষা নাও করতে পারে কিংবা সেটি তার জন্য দুরূহ হয়ে পড়তে পারে,„ যোগ করেন তিনি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সাংবিধানিক পদের ক্ষেত্রে যেই শপথ নিতে হয়, সেটি উপদেষ্টা পদের জন্য নিতে হয় না। যে কারণে কারো যদি দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে, তাহলে তিনি উপদেষ্টাও হতে পারেন। কাজী জাহেদ ইকবাল বলছিলেন, ”প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদ সাংবিধানিক পদ না। এটার জন্য শপথও নিতে হয় না। প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাহী ক্ষমতাবলে যে-কোনো স্ট্যাটাসের যে কাউকে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে নিয়োগ দিতে পারেন। যে কারণে আইনটা এখানে ভিন্ন।„ সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি বা রাষ্ট্রপতি পদ নয়। যে-সব পদ সংবিধানে উল্লেখ আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। তাদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সিইসি ও নির্বাচন কমিশনার, পিএসসি চেয়ারম্যান, জাতীয় সংসদের স্পিকার-ডেপুটি স্পিকার এমনকি সরকারি চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না সংবিধান অনুযায়ী।

আলোচনায় ’টেকনোক্র্যাট’ পদ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আগে থেকেই প্রতিমন্ত্রী ছিলেন শামা ওবায়েদ। গত ২১ আগস্ট নতুন করে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন হুমায়ুন কবির। একই মন্ত্রণালয়ের দুইজন প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর এ নিয়ে নানা আলোচনা তৈরি হয়। এরপর গত ২৩ আগস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী–১ হিসেবে মি. কবির এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-২ শামা ওবায়েদ দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ২০২৫ সালে মি. রহমানের দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি সামনে আনে বিএনপি। বিদেশি নাগরিকত্ব থাকায় তখন খলিলুর রহমানের পদত্যাগও দাবি করে দলটি। ২০২৫ সালের ২২ মে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ থেকে খলিলুর রহমানের পদত্যাগ দাবিও করেছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার কাছে গিয়েও তার পদত্যাগ দাবি করে এসেছিলেন বিএনপি নেতারা। বিএনপি নেতাকর্মীদের অনেকেই মি. রহমানের পদত্যাগ দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি যখন সরকার শপথ নেয়, তখন বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে দেখা যায় খলিলুর রহমানকে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. রহমান সংসদ সদস্য ছিলেন না। যে কারণে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন টেকনোক্র্যাক্ট কোটায়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ ধারায় বলা রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন। তবে এক্ষেত্রে তাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। এর ব্যাখ্যায় আইনজীবী কাজী জাহেদ ইকবাল বলছিলেন, ”সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের সময় এক দশমাংশ অনির্বাচিতদের মধ্যে থেকে অর্থাৎ যারা সংসদ সদস্য না তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া যাবে। তবে সেখানেও তাদের সংসদ সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীসহ ৫১ জনের মন্ত্রিসভা রয়েছে। এর মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরসহ মোট চারজন রয়েছে টেকনোক্র্যাট কোটায়।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রংপুরের পুলিশ কমিশনার আবদুল মাবুদকে বদলি করা হয়েছে

রংপুরে চার খুনের ঘটনার পর সেখানকার পুলিশ কমিশনার আবদুল মাবুদকে বদলি করা হয়েছে। তার পরিবর্তে পুলিশের বিশেষ শাখার ডিআইজি মাহবুবুর রশীদকে রংপুরের নতুন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই বদলি করা হয়েছে। মি. মাবুদ গত ১২ আগস্ট রংপুরে মহানগর পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যোগদানের মাত্র ১৩ দিনের মাথায় তাকে বদলি করা হলো। উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে নগরীর দাসপাড়া মাছুয়াপাড়া এলাকা থেকে রংপুর জেলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী ও তার পরিবারের মোট চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। পরে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু-জনকে আটক করে পুলিশ দাবি করে, ওই দুই ব্যক্তিই মি. চক্রবর্তী, তার স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রকে একে একে হত্যা করেছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রতারণার মামলায় দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত বিদিশা এরশাদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

রাজধানীর গুলশান থানার একটি প্রতারণা মামলায় দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা এরশাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় গুলশান-২ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন পুলিশের গুলশান বিভাগের ডিসি এম তানভীর আহমেদ। পুলিশ কর্মকর্তা মি. আহমেদ বলেন, ”কিছুক্ষণ আগে গুলশান দুই থেকে প্রতারণার মামলায় সাজা

পরোয়ানামূলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।„ তবে প্রতারণার মামলাটি কবেকার সে বিষয়ে তিনি জানান, এটি আগের মামলা।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে বিচারকদের জবাবদিহির প্রক্রিয়া কী?

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে নানা সময় আলোচনা সামনে এসেছে। কথা হয়েছে বিচারকের জবাবদিহি এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রসঙ্গেও। বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধীর সাজা নির্ধারণ করেন, যা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু, একজন বিচারকের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, দুর্নীতি কিংবা ত্রুটিপূর্ণ বিচারের বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়? বিচারব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় এই বিষয়টিও নানা সময় ঘুরেফিরে সামনে এসেছে। সম্প্রতি, ফেনীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলা এবং পিরোজপুরে একটি মামলার রায় নিয়ে আবারও বিচারকদের জবাবদিহির বিষয়টি সামনে এলো। যেখানে নিম্ন আদালত বা বিচারিক আদালতের দুইজন বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এমনকি নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার রায় ঘোষণাকারী বিচারক মামুনুর রশিদের বিচারিক ক্ষমতা প্রত্যাহারের কথাও বলেছেন হাইকোর্ট বিভাগ। পৃথক দুই ঘটনায় বিচারকের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার নজির পাওয়া গেছে বলে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, যা বিচারকদের জবাবদিহির বিষয়টিকে আবারও সামনে এনেছে। এক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার যে-কোনো পর্যায়ে একজন বিচারক বা বিচারপতির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, আর এর প্রক্রিয়াই বা কী?

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের বিচারব্যবস্থায় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য ঠিক রাখতে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় বিচারিক আদালতের বিষয়ে যেমন বিচারপতিরা সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, তেমনি সর্বোচ্চ আদালতের বিষয়েও রয়েছে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। এছাড়া বিচার ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি সর্বোপরি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন অর্থাৎ সংবিধান, সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে বলেও মত বিশেষজ্ঞদের।

দুই বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কেন

মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় ২০১৯ সালে ফেনীর নিম্ন আদালত যে রায় দিয়েছিলেন, সেখানে ১৬ আসামির সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২৪ আগস্ট হাইকোর্ট ডিভিশনের দেওয়া এই মামলার রায়ে বড়ো ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যেখানে দুই আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে বাকিদের মধ্যে চারজনকে সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে, এই মামলায় বিচারিক আদালতের দেওয়া রায় নিয়েও। হাইকোর্ট তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে যে, এই মামলার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারক তার দায়িত্ব পালনের বিচারিক যে জুডিসিয়াল মনোভাব থাকা দরকার, সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঢালাওভাবে ১৬ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়ার বিষয়টিকে অনেকটা 'মাইন্ড লেস সেন্টেন্স' বলেও উল্লেখ করেছেন হাইকোর্ট। রায় ঘোষণার পর গণমাধ্যমকে হাইকোর্টের এসব পর্যবেক্ষণের কথা জানান অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিলি বলেন, "একজন বিচারকের কোনো মামলায় দণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের বিচারিক মন প্রয়োগ করার প্রয়োজন, বিচারক মামুনুর রশিদ সেই বিচারিক মন প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন বলে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ দিয়েছে।„ বহুল আলোচিত এই মামলায় ফেনীর নিম্ন আদালত বা বিচারিক আদালতের যে বিচারক ১৬ আসামির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন, তার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশও দিয়েছেন হাইকোর্ট। এদিকে, পিরোজপুরে প্রায় দেড় দশক আগের একটি হত্যা মামলায়, আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনিয়ম পাওয়ায় বিচারক মো. কবির উদ্দিন প্রামাণিক-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই মামলায় উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নথিবদ্ধ করার সময় ফৌজদারি কার্যবিধির নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি, যা নিয়ম বহির্ভূত।

বিচারকের জবাবদিহি

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ভারসাম্য রক্ষার আলোচনা বাংলাদেশে নতুন নয়। বিভিন্ন সময় ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে বিচারাঙ্গনে ক্ষমতার কেন্দ্র পরিবর্তন হয়েছে। বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা নিয়েও বাংলাদেশের সংবিধানে বেশ কয়েকবার বড়ো পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সাংবিধানিকভাবে এই ক্ষমতা ছিল জাতীয় সংসদের হাতে। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হলে সেই ক্ষমতা চলে যায় রাষ্ট্রপতির কাছে। এরপর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয় সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে। ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ষোড়শ সংশোধনী পাস করে। যেখানে আবারও বিচারপতি অপসারণের এখতিয়ার সংসদকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আবারও পুনর্বহাল করা হয় সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল, যা বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল হলো উচ্চ আদালতের

বিচারপতিদের অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত ও অপসারণের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন, বিচারকদের বিরুদ্ধে ওঠা যে-কোনো অভিযোগ যাচাই, নিষ্পত্তি এবং ব্যবস্থা নেওয়ার মূল দায়িত্ব সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের হাতে। সংবিধান অনুযায়ী, কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অসদাচরণসহ কোনো অভিযোগ উঠলে ব্যবস্থা নিতে পারে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। ”সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল চাইলে একজন বিচারককে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও দিতে পারে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মোরসেদ। তবে, অধস্তন বিচারিক আদালত- অর্থাৎ নিম্ন আদালত-এর ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগে হাইকোর্টকে বিশেষ অধিকার দিয়েছে সংবিধান। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী আহসানুল করিম বলছেন, ”হাইকোর্টের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে সংবিধানে, যেটাকে ওয়ান জিরো নাইন বলা হয়। সুপারিনটেনডেন্স কন্ট্রোল অব হাইকোর্ট ডিভিশন ওভার অল দ্যা কোর্টস, বিলোও দ্যা হাইকোর্ট ডিভিশন।„

অর্থাৎ অধিনস্ত যে-কোনো ট্রাইবুনাল বা কোর্টের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনাল বা কোর্টের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক বা বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন হাইকোর্ট। ”সংবিধানেই এই ক্ষমতা দেওয়া আছে। যদিও এই ক্ষমতা খুবই সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. করিম। তিনি বলছেন, অধস্তন আদালতের কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত। এক্ষেত্রে হাইকোর্ট চাইলে সরাসরি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্তও করতে পারে। এছাড়া নিম্ন আদালত বা বিচারিক আদালতের কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে আইন মন্ত্রণালয়ও ব্যবস্থা নিতে পারে বলে জানান অ্যাডভোকেট মনজীল মোরসেদ। বিচারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে মি. মোরসেদ বলছেন, ”কোনো মামলার রায় যদি উর্ধ্বতন আদালতে বাতিল হয়ে যায়, তাহলে সেখানে তো বেনিফিট হয়েই গেল। তারপরও যদি মোর সিরিয়াস হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারককে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করে বা তাকে সতর্ক করেন উচ্চ আদালত।„ রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন বিচারকে প্রভাবিত হওয়ার বা দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলেই মনে করেন আইন বিশেষজ্ঞ ফৌজিয়া করিম ফিরোজ। ”বিচারকরা অনেক সময় মিডিয়া ট্রায়াল বা সামাজিক মাধ্যমের প্রচারণায় প্রভাবিত হচ্ছেন, কিংবা কারো কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা পক্ষপাত-এর অভিযোগ উঠছে। যার ফলে এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। বিচারকদের জবাবদিহির বিষয়ে তিনি বলছেন, ”একজন জজের বিচারিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এর থেকে বড়ো শাস্তি আর কী হতে পারে। তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।„ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়ার কথা বলছেন মিজ ফিরোজ। বিচার ব্যবস্থার ভারসাম্য এবং নিরপেক্ষ অবস্থায় নিশ্চিত করা জরুরি বলেই মনে করেন আইন বিশেষজ্ঞরা। ”একটি মামলায় ১৬ জন আসামিকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন বিচারক। কিন্তু সব আসামিই কি হত্যাটা করেছে। অপরাধের ধরণ ও মাত্রায় তফাত থাকতে পারে,„ বলেন মিজ ফিরোজ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরান তাদের বেশিরভাগ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বেতন দিতে পারছে না : ট্রাম্প

ইরানে বিক্ষোভকারীদের হত্যার ঘটনাকে একটি ”মানবিক সংকট„ হিসেবে উল্লেখ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশালে লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, ”দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ইরান তাদের সামরিক বাহিনীর একটি বড়ো অংশের সদস্যদেরকে বেতন দিতে পারছে না, আবার একই সাথে নজিরবিহীন মাত্রায় বিক্ষোভকারীদের হত্যা করছে। এমনকি যখন তারা প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ করছে না তখনও।„ ”এটি একটি বিশাল মানবিক সংকট এবং এটি এখনই বন্ধ হতে হবে,„ লিখেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছে। সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প আরো লিখেছিলেন, ”ইরান পুরোপুরি ধ্বংস বা পতনের মুখে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

আইআরজিসি কমান্ডারদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুরস্কার ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ইরানের রেভোল্যুশনারি গার্ড বা আইআরজিসির কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার ব্যাপারে তথ্য দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন বা এক কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট `রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস, অ্যাকাউন্ট এক্স-নেটে দেওয়া এক বার্তায় লিখেছে, ”এই ব্যক্তিরা বিপ্লবী গার্ডের এমন সব ইউনিটের নেতৃত্ব দেন, যারা সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে মার্কিন কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং ধ্বংসাত্মক সাইবার অভিযানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর আঘাত হেনেছে।„ এই তালিকায় রয়েছেন বিপ্লবী গার্ডের কমান্ডার আহমদ ভাহিদি, খাতাম আল-আম্বিয়া সদর দপ্তরের কমান্ডার আলী আবদুল্লাহি এবং গার্ডের সাইবার বিভাগের কমান্ডার হামিদরেজা লাশগারিয়ান। তালিকায় আরও রয়েছে আইআরজিসির সাবেক মহাকাশবাহিনী কমান্ডার সাঈদ আগাজানির নাম এবং আইআরজিসির গোয়েন্দা বিভাগের কমান্ডার মাজিদ খাদেমির নাম। সাম্প্রতিক যুদ্ধে তারা দু-জনই নিহত হন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্র ৪৭ বছর পর সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক দেশের তালিকা থেকে বাদ দিল সিরিয়াকে

যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের তালিকা থেকে ৪৭ বছর পর সিরিয়াকে বাদ দিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগের পথে থাকা বাধা দূর করা এবং দেশটিকে বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে পুনরায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের তালিকা থেকে সিরিয়ার নাম বাদ দেওয়ার পর বর্তমানে ওই তালিকায় রয়েছে মাত্র তিনটি দেশ– ইরান, উত্তর কোরিয়া ও কিউবা। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, গত জুলাইয়ে প্রথম প্রস্তাবিত এবং সোমবার থেকে কার্যকর হওয়া এই সিদ্ধান্ত সিরিয়ার জন্য ”সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ„ তৈরি করবে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেস্যান্টও বলেন, ”আজকের এই পদক্ষেপ সিরিয়ায় আরও বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সহায়তা করবে, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা জোরদার করবে।„ আল-কায়েদার একটি সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে একসময় যার মাথার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, সেই সাবেক যোদ্ধা ও বর্তমান সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারাকেও এর আগে স্বাগত জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র আহমেদ আল-শারার নেতৃত্বাধীন ইসলামপন্থি গোষ্ঠী তাহরির আল-শামকে তাদের সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে সরিয়ে দেয়। ২০২৪ সালের শেষ দিকে সরকারবিরোধী বাহিনীর অভিযানের নেতৃত্ব দেয় তাহরির আল-শাম ফ্রন্ট। সেই অভিযানের ফলেই সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা বাড়ালে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার হুঁশিয়ারি চীনের

ইরান এবং তাদের বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ঘোষণার জবাবে চীন তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করবে বলে জানিয়েছে। কারণ ইরানের বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে চীনও রয়েছে। চীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেছেন, চীন এই ”অবৈধ একতরফা নিষেধাজ্ঞার„ তীব্র বিরোধিতা করছে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষায় ”সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা„ গ্রহণ করবে। গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট নতুন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঘোষণা দেন। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, ইরানের সাথে আর্থিক অংশীদারিত্ব রাখা যে-কোনো দেশকে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ইরানি তেলের সবচেয়ে বড়ো ক্রেতা হলো চীন। যদিও ইরানের বন্দরগুলোর ওপর মার্কিন অবরোধের কারণে সম্প্রতি এই বাণিজ্য কিছুটা কমে গিয়েছে। চীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান আরো বলেন, ”চীন ও ইরানের মধ্যবর্তী পারস্পরিক সহযোগিতা সবসময়ই আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর ভেতরে থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং এতে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি করা মোটেও উচিত নয়।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার সংকট সমাধানের একমাত্র পথ আলোচনা, নিষেধাজ্ঞা নয় : কাতার

ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের কর্মসূচি নিয়ে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজিদ আনসারী বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞাগুলো একতরফা এবং কাতার মধ্যস্থতার মাধ্যমে এই সংকট সমাধানের পক্ষপাতী। এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেছেন তিনি। মাজিদ আনসারী বলেন, ”এই নিষেধাজ্ঞাগুলো একতরফা। এগুলো জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা নয় কিংবা বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোরও সিদ্ধান্ত নয়। তাই এই প্রশ্নগুলো তাদের করা উচিত, যারা এগুলো চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।„ তিনি আরো বলেন, ”আমাদের অগ্রাধিকার সবসময় আলোচনার মাধ্যমে একটি কূটনৈতিক সমাধানের দিকে ছিল। আমরা সব পক্ষকে কাতার, পাকিস্তান এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির মধ্যস্থতায় হওয়া আলোচনায় পূর্ণাঙ্গভাবে অংশ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, এটিই এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ। আমরা আবারও সব পক্ষকে আলোচনায় বসতে অনুরোধ করছি।„ আল জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালি বন্ধে ইরানের পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতার লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন মি. আনসারী। একইসঙ্গে তিনি জানান, কোনো পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হুমকি আসলে তার জবাব দিতে কাতারের সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ”কাতারি সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করা, পণ্য রপ্তানি পুনরায় শুরু করা, বৈশ্বিক জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাপ্লাই চেইন সুরক্ষিত রাখা।„ পাকিস্তানের পাশাপাশি কাতারও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যের সংকট সমাধানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে। যদিও ইরান কাতারের গ্যাস স্থাপনায় আঘাত হেনেছে এবং সেখানে অবস্থিত মার্কিন বিমানঘাঁটি আল-উদেইদে বারবার বোমা হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, ইরান দাবি করছে, যুদ্ধের প্রথদিকে কাতার গুলি করে তাদের দুইটি বিমান ভূপাতিত করে সেগুলোর তিনজন পাইলটকে বন্দি করে রেখেছে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ দাবি করেছে দেশটি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার হুমকির বিরোধিতা করেছে চীন

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার হুমকির বিরোধিতা করেছে চীন। বেইজিং বলেছে, তেহরানের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা আন্তর্জাতিক আইন মেনেই পরিচালিত হচ্ছে এবং এতে কোনো ধরনের বাধা দেওয়া উচিত নয়। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। লিন জিয়ান বলেন, "চীন পরিস্থিতির ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছে।„ তিনি জোর দিয়ে বলেন, নিজেদের বৈধ অধিকার ও স্বার্থ দৃঢ়ভাবে রক্ষায় বেইজিং প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে। এর একদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অর্থনীতির ওপর আরও চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবে ৬০ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাহাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত `অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট,-এর আওতায় ইরানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পাশাপাশি তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা যেকোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানের ওপরও দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে এমন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন, যা সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারেনি। সোমবার মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট নতুন এই `অর্থনৈতিক সন্ত্রাস, অভিযান ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নরম্যান্ডিতে মিত্রবাহিনীর ডি-ডে অবতরণের সঙ্গে এর তুলনা করে তিনি বলেন, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা ইরানের আর্থিক নেটওয়ার্ক। বেসেন্ট আরও সতর্ক করে বলেন, ওয়াশিংটনের নাগালের বাইরে কোনো অংশীদার নেই। তিনি জানান, ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সঙ্গে লেনদেনে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তা না হলে তাদের মার্কিন ডলারভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৫.০৮.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন অর্থমন্ত্রী বেসেন্টের নতুন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে নতুন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়ে আসছে। এখন, অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট দেশটির সঙ্গে ব্যাবসা করা কোম্পানি ও ব্যক্তিদের উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এই পদক্ষেপগুলোকে একটি অর্থনৈতিক 'ডি-ডে' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বেসেন্ট সোমবার ওয়াশিংটনে এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞাগুলোকে `অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট, নামে অভিহিত করছে। বেসেন্ট বলেন, "আমরা বিশ্বজুড়ে ইরানের আর্থিক সংযোগগুলোর বিরুদ্ধে একটি অর্থনৈতিক আক্রমণ শুরু করছি। আমাদের লক্ষ্য হলো, এই স্বৈরাচারী শাসনকে টিকিয়ে রাখা প্রতিটি অর্থনৈতিক জীবনরেখা ছিন্ন করা, যতক্ষণ না তেহরান একা হয়ে পড়ছে।„ বেসেন্ট সতর্ক করে বলেন যে, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী দেশগুলোকে ডলারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। তিনি আরও বলেন, তেহরানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযান নিয়ে আলোচনা করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব নেতাদের ডেকেছেন। তিনি বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় "চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে„ প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোসহ আরও নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করবে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়)

ডয়চে ভেলে

বিচারের আগে অনির্দিষ্টকাল আটকের অবসান চায় এইচআরডাব্লিউ

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ ও অন্যদের বিচারের আগে দীর্ঘদিন আটক রাখার অবসানে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ)। গতকাল সোমবার নিউইয়র্কভিত্তিক সংস্থাটি এক প্রতিবেদনে বলেছে, কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভের মুখে ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর পুলিশ হাজারও দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থককে আটক করে। তাদের মধ্যে শত শত মানুষ কোনো অপরাধে অভিযুক্ত না হয়েই এখনো কারাগারে বন্দি। প্রতিবেদনে বলা হয়, যদিও শেখ হাসিনা সরকারের কিছু কর্মকর্তা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন, তবে অনেককেই বিক্ষোভকারীদের হত্যার অভিযোগের কোনো দৃশ্যমান প্রমাণ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন, তাদের অনেকে প্রবীণ এবং কেউ কেউ গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। তাদের জামিন, চিকিৎসাসহ মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এইচআরডাব্লিউ,র প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পর আওয়ামী লীগের অন্তত ১০ জন নেতা কারাগারে মারা গেছেন। তাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ ছিল না।

`তারেক রহমান সরকারের উচিত, রাজনৈতিক বিরোধীদের দীর্ঘদিন ইচ্ছেমতো আটক রাখার অবসান করা'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিভাগের পরিচালক এলাইন পিয়ারসন বলেন, "এক সরকারের পর আরেক সরকারের আমলে বিরোধীপক্ষের শত শত সদস্যকে কোনো প্রমাণ বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তার উচিত, রাজনৈতিক বিরোধীদের দীর্ঘদিন ইচ্ছেমতো আটক রাখার অবসান করা।„ এইচআরডাব্লিউ.র প্রতিবেদনে বলা হয়, সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার নতুন যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল পাসের উদ্যোগ নিয়েছে, সেটি বর্তমান রূপে পাস হলে তা ইচ্ছেমাফিক গ্রেফতারের অভিযোগ তদন্তে গঠিত নতুন কমিশনের পথ আটকে দেবে। অভিযোগ ছাড়াই যাদের দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য, শেখ হাসিনার প্রশাসনকে সমর্থন করা অন্যান্য সাবেক সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন করা অ্যাকটিভিস্ট, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকেরা রয়েছেন। আটক অন্যদের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, গুমসহ গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে। যে-সব মামলায় কোনো প্রমাণ উত্থাপন করা হয়নি, সেসব মামলায় প্রসিকিউটররা বারবার জামিন নাকচের আবেদন করেছেন উল্লেখ করে এইচআরডব্লিউ বলেছে, নিম্ন আদালত ও জেলা আদালতগুলো ধারাবাহিকভাবে জামিন আবেদন নাকচ করেছে। আর হাইকোর্ট জামিন দিলেও সরকারি কর্তৃপক্ষ নতুন মামলা করে সেই আদেশ কার্যকর করার পথ আটকে দিচ্ছে।

এইচআরডাব্লিউ.র প্রতিবেদনে সাবেক প্রধান বিচারপতিকে নানাভাবে হয়রানির বর্ণনা

উদাহরণ হিসেবে ৮২ বছর বয়স সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বিষয়টি এইচআরডব্লিউ.র প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী তিন মাসে দুর্নীতিসহ চারটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। নিম্ন আদালত প্রতিটি মামলায় খায়রুল হকের জামিন আবেদন নাকচ করে দেন, যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং কারাগারে থাকাকালে একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বলে পরিবারের সদস্যরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন। হাইকোর্ট তার জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলেও সর্বশেষ মামলায় আদালত থেকে জামিন পাওয়ার একদিন আগে, ২০২৬ সালের ১০ মার্চ পুলিশ তাকে আরো দুটি নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখায়। ফলে তার মুক্তি আটকে গিয়েছিল। নতুন দুটি মামলাতেও নিম্ন আদালত খায়রুল হকের জামিন আবেদন নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরে ১২ মে হাইকোর্ট তাকে জামিন দেন। কিন্তু খায়রুল হক মুক্তি পাওয়ার আগেই পুলিশ তার বিরুদ্ধে আরেকটি হত্যা মামলা দেয়। আগের যে হত্যা মামলায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, পুলিশের নতুন অভিযোগে ঠিক একই সময়ে তিনি আরেকটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলেও উপস্থিত ছিলেন বলে দেখানো হয়। অথচ দুটি ঘটনাস্থলের মধ্যে দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের বেশি। সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের সঙ্গে আরো একবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। হাইকোর্ট তাকে জামিন দেওয়ার পর পুলিশ তৃতীয়বারের মতো তার বিরুদ্ধে নতুন একটি মামলা করে। এভাবে কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের দেওয়া নতুন জামিন আদেশও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ওই আদেশে পুলিশকে বলা হয়েছিল, এ বি এম খায়রুল হকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো মামলা না থাকলে তাকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা যাবে না। আপিল বিভাগের হস্তক্ষেপের পর অবশেষে ১৯ আগস্ট খায়রুল হক মুক্তি পান। এ পুরো সময়ে তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়নি।

অভিযোগ গঠন ছাড়াই দীর্ঘদিন আটক রাখার অভিযোগ

অথচ কাগজে-কলমে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠন ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে এক বছরের বেশি সময় আটক রাখা অনুমোদন করে শুধু `ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে'। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল এখন পর্যন্ত আটক করা ১৬০ জনের বেশি ব্যক্তির কাউকেই জামিনে মুক্তি দেয়নি। এসব ব্যক্তির জামিন আবেদন নাকচ হলে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করারও অধিকার নেই। শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা ৮১ বছর বয়সি তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীকে ট্রাইব্যুনাল প্রথম আটক করে ২০২৪ সালের অক্টোবরে। এর পর থেকে প্রায় ২২ মাস কোনো অভিযোগ গঠন ছাড়াই তিনি কারাবন্দি আছেন। ২০২৬ সালের এপ্রিলে তিনি জামিনের আবেদন করলে ট্রাইব্যুনাল জামিন মঞ্জুর করেনি এবং কোনো `ব্যতিক্রম পরিস্থিতির' কথাও উল্লেখ করেনি; বরং ট্রাইব্যুনাল দুই দফায় শুনানি মুলতবি করেছে। সর্বশেষ আগস্টের শেষ পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করা হয়েছে। ৭৫ বছর বয়সি সাবেক সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারকেও ট্রাইব্যুনাল ২২ মাস ধরে আটক রেখেছেন। তার পরিবার হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছে, কারাগারে থাকাকালে তার পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়। এ কারণে তার পায়ের তিনটি আঙুল কেটে ফেলতে হয়। এ ছাড়া পড়ে গিয়ে তার কোমরের হাড়ও ভেঙে গেছে। জুলাই মাসে ট্রাইব্যুনাল তার জামিন আবেদন নাকচ করে দেয়।

অসুস্থদের যথোপযুক্ত চিকিৎসাসেবা না দেওয়ার অভিযোগ

অনেক পরিবার বলেছে যে, তাদের কারাবন্দি স্বজনেরা ঠিকমতো চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন ৭৫ বছর বয়সি শাহরিয়ার কবির। তাকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অধিকারকর্মীরা। শাহরিয়ার কবিরকে এখন হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। ৭১ বছর বয়সি আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীও কোনো অভিযোগ ছাড়া ২২ মাস ধরে আটক। তার হৃদ্‌যন্ত্রের গুরুতর সমস্যা রয়েছে। ৮৫ বছর বয়সি সাবেক সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেনকে ২০২৪ সালের আগস্টে তিনটি হত্যা মামলা ও একটি বিস্ফোরক আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কারাবন্দি ছিলেন। তার পরিবার বলেছে, তাকে যথাযথ ঔষধ দেওয়া হয়নি এবং জামিন আবেদন নাকচ করা হয়েছে। জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য এস এম জিয়াউল জিয়ার (৬৫) মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একই ধরনের উদ্বেগ রয়েছে। ৬ জানুয়ারি আটক করার সময়ই তিনি অসুস্থ ছিলেন। জামিন আবেদন নাকচ হওয়ার পর ১৪ এপ্রিল তার মৃত্যু হয়। এইচআরডাব্লিউ বলেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, বিচার শুরুর আগে কাউকে আটক রাখা বা শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ার কিছু সুযোগ রয়েছে। তবে এ ধরনের আটক 'ব্যতিক্রম' হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত, নিয়ম হিসেবে নয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। বিচারক বা সমপর্যায়ের কারো উচিত, প্রত্যেক আটক ব্যক্তির আটকাদেশ পর্যালোচনা করে তা আইনসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় কি না, সেটা বিবেচনা করা। যাদের বিচার শুরুর আগে আটক রাখা হয়েছে, তাদের দ্রুত বিচার পাওয়ার অথবা মুক্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিচার শুরুর আগে আরোপিত যে-কোনো বিধিনিষেধ অবশ্যই ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার নীতি এবং সমতার অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিভাগের পরিচালক এলাইন পিয়ারসন বলেন, "একটি বিচারব্যবস্থা অভিযোগ গঠনের আগে কারাগারে প্রবীণ ব্যক্তিদের মৃত্যু হতে দিচ্ছে, বিচার শুরুর আগে মানুষকে আটকে রাখার বিষয়টিকে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করছে না, যা কিনা সব সময় হওয়া উচিত।„ পিয়ারসন আরো বলেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত, তাদের নজরদারিতে কারাগারে যত মৃত্যু হয়েছে, তার প্রতিটি ঘটনার স্বাধীন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া এবং কোনো অভিযোগ ছাড়াই মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে আটক রাখা বন্ধ করা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে তিন সাংবাদিককে মারধর, অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে তিন সাংবাদিককে মারধর করা হয়েছে। জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আরিফুজ্জামান মোল্লার নেতৃত্বে তার সমর্থকেরা মারধর করেছেন বলে অভিযোগ করেন আক্রান্ত সাংবাদিকেরা। হামলার শিকার সাংবাদিকেরা হলেন- ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাহিদ হাসান, নিউজ টুয়েন্টিফোর টেলিভিশন ও জাগো নিউজের জেলা প্রতিনিধি বিধান মজুমদার ও মানবকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি বরকত মোল্লা। আজ মঙ্গলবার সকালে ওই তিন সাংবাদিক জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে গেলে তাদের মারধর করা হয়। শরীয়তপুরের বিএনপির নেতারা তখন সেখানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছিলেন। ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাহিদ হাসান ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বলেন, "পেশাগত দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে যাই। সেখানে একটি বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছিল। ওই মিছিলের ছবি ও ভিডিও ধারণ করার সময় যুবদল নেতা আরিফ মোল্লা (আরিফুজ্জামান) তার সহযোগীদের নিয়ে আমাকে মারধর করেছেন। তারা আমার ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় কয়েকজন আইনজীবী আমাকে উদ্ধার করে তাদের কার্যালয় নিয়ে যান।„ নিউজ টুয়েন্টিফোর টেলিভিশন ও জাগো নিউজের জেলা প্রতিনিধি বিধান মজুমদার বলেন, "তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাই। ভবনের নিচতলা থেকে দোতলায় যাচ্ছিলাম। সেখানে যুবদলের নেতা আরিফ মোল্লা ও তার সহযোগীরা আমাকে চড়-থাপ্পড় ও লাথি মেরে ভবন থেকে বের করে দেন। আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেবো।„ সাংবাদিকদের মারধরের বিষয়ে জানতে যুবদলের সাবেক সভাপতি আরিফুজ্জামান মোল্লাকে কয়েক দফা ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। কয়েকজন সাংবাদিক জানান, শরীয়তপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত শনিবার রাতে প্রেসক্লাবের সীমানা প্রাচীরের তিনটি দেয়াল ভেঙে দেওয়া হয়। সাংবাদিক বি এম ইসরাফিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রেসক্লাব সভাপতি আবুল হোসেন ও জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগমের ছবি দিয়ে এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। ওই ঘটনার জেরে তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাতে বি এম ইসরাফিলের ডান হাতের কবজি ভেঙে যায়। সাংবাদিক ইসরাফিলের ওপর হামলা ও প্রেসক্লাবের সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে শরীয়তপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা গত রোববার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। কর্মসূচি চলাকালে জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগম সেখান দিয়ে যেতে চাইলে সাংবাদিকেরা তাকে ঘিরে রাখেন। এ সময় সাংবাদিকেরা জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার দাবি করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। ওই ঘটনায় শরীয়তপুরের বিএনপির একটি পক্ষ সাংবাদিকদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। বিএনপির কর্মীরা শরীয়তপুর প্রেসক্লাব ও কয়েকজন সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি করেন। সভা করে সাংবাদিকদের বিপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করার

সিদ্ধান্ত নেন তারা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। `শরীয়তপুর জেলার সর্বস্তরের জনগণ' লেখা ব্যানার নিয়ে বিএনপির জেলা পর্যায়ের কিছু নেতার উপস্থিতিতে কয়েকশ মানুষ কর্মসূচিতে অংশ নেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জেলা প্রশাসককে ঘিরে `মব সৃষ্টিকারী কয়েকজন সাংবাদিকের' শাস্তি দাবি করে ব্যানার লেখা হয়। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা যখন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হচ্ছিলেন, তখন সেখানে যান সাংবাদিক জাহিদ হাসান, বিধান মজুমদার ও বরকত মোল্লা। জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আরিফুজ্জামান মোল্লার নেতৃত্বে তার বেশ কয়েকজন সমর্থক ওই তিন সাংবাদিককে মারধর করেন। বিএনপির পক্ষে করা ওই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন শরীয়তপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শাহ মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিরাজুল হক মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদ প্রমুখ। বিএনপি নেতারা দাবি করেন, জেলা প্রশাসক সরকারের প্রতিনিধি, তার গাড়ি ঘিরে সাংবাদিকেরা মব সৃষ্টি করেছেন। সাংবাদিকেরা সন্ত্রাসী আচরণ করে জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার চেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, সাংবাদিকরা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা প্রেসক্লাবের নামে অবৈধভাবে সরকারি জমি দখলে রেখেছেন।

বিএনপি নেতা ও প্রেসক্লাবের ভাষ্য

জানতে চাইলে শরীয়তপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শাহ মোহাম্মদ আবদুস সালাম প্রথম আলোকে বলেন, "সাংবাদিকেরা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন। তারা এভাবে তার প্রত্যাহার চাইতে পারেন না। সাংবাদিকতার আড়ালে কিছু সন্ত্রাসী ও ফ্যাসিবাদের দোসররা বিএনপি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য এমন কাজ করেছেন। এ কারণে আমরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছি। সেখানে কোনো সাংবাদিক নিগৃহীত বা মারধরের শিকার হয়েছেন কি না, তা আমার জানা নেই।„ শরীয়তপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, "জেলা প্রশাসক কোনো নোটিশ ছাড়া প্রেসক্লাবের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন। ওই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সময় টিভির সাংবাদিক সন্ত্রাসী হামলার শিকারের পর আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকেরা মানববন্ধন করেছেন এবং জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার দাবি করেছেন। এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে আজ যুবদলের এক নেতা তিন সাংবাদিককে মারধর করেছেন, যা অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে এ ঘটনার আইনগত পদক্ষেপ নেবো।„ বিষয়টি জানার জন্য শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগমকে কয়েক দফা ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। সাংবাদিকদের মারধরের বিষয়টি জানতে শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার রওনক জাহান ও পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ আলমকে কয়েক দফা ফোন করা হয়। তারাও ফোন ধরেননি। ওই দু-জনকে খুদে বার্তা দিলেও কোনো জবাব দেননি।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতিবাদ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আশ্রয় শিবিরের শোচনীয় পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা ও ক্ষোভ জানিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে সামরিক অভিযানের মুখে বাস্তুচ্যুত হওয়ার নয় বছর পূর্তিতে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। বাংলাদেশের কক্সবাজারের প্রায় ৩০টি জনাকীর্ণ ক্যাম্পে ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছেন। সেখানে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকেই ২০১৭ সালের নৃশংস অভিযানের সময় মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংগঠন ইউনাইটেড কাউন্সিল অব রোহিঙ্গা (ইউসিআর) জানিয়েছে, `অতীতের নৃশংসতার কথা স্মরণ করতে' এবং `চলমান মানবিক সংকট'-এর চিত্র তুলে ধরতেই আজকের এই সমাবেশ। ২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা ৩২ বছর বয়সি সাবিকুন্নাহার বলেন, "প্রায় নয় বছর আগে সেনাবাহিনী আমাদের আপনজনদের শিরশ্ছেদ করে, ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়ে এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে আমাদের জমি দখল করে নিয়েছিল।„ "আজকের এই দিনে (সেই কথা ভেবে) আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার চোখের দিকে তাকান- দেশের জন্য আমার চোখ এখনো অশ্রুসজল।„ ত্রাণ সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, তহবিল সংকোচন এবং খাদ্য সহায়তা কমানোয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। ক্যাম্পগুলোর লোকসংখ্যার অর্ধেকের চেয়েও বেশি শিশু। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গোলাম মোস্তফা বলেন, "শিশুদের একটি পুরো প্রজন্ম নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে।„ তিনি আরো বলেন, "নিরাপত্তা, অধিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথে কোনো অগ্রগতি না দেখলেও এখানকার পরিবারগুলো প্রতিনিয়ত তীব্রতর ক্ষুধা, সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং গভীরতর অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছে।„ সেভ দ্য চিলড্রেনের আশঙ্কা, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতি তিনজন শরণার্থীর মধ্যে একজন সংকটজনক বা তার চেয়েও ভয়াবহ মাত্রার ক্ষুধার সম্মুখীন হতে পারেন।

`কোনো আশা নেই'

মৌলভী আবদুস সালাম বাংলাদেশে এসেছেন গত বছর (২০২৫)। ৪১ বছর বয়সি সালাম বলেন, বন্দুকধারীরা "নারীদের ধর্ষণ, আমার ভাইদের হত্যা এবং আমার দোকান লুট„ করায় সপরিবারে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে জীবন নতুন কষ্টের জন্ম দিয়েছে; এখানে যে খাদ্য সহায়তা পাওয়া যায়, তা দিয়ে সর্বোচ্চ ২০ দিন চলে। আব্দুস সালাম বলেন, "আমরা শরণার্থী হিসেবে জীবন কাটাতে চাই না।„ তিনি জানতে চান, প্রস্তাবিত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া রোহিঙ্গাদের অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে কিনা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সালামের অনুরোধ, তাদের বাড়ি ফেরার মতো পরিস্থিতি যেন তৈরি করা হয়। হতাশা ক্রমশ বাড়তে থাকার কারণে কোনো কোনো শরণার্থী সমুদ্রপথে বিপজ্জনক পথে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সিকান্দার জানালেন, তিনি বাংলাদেশে এসেছেন ২০১৭ সালে। গত প্রায় নয় বছরে তার হতাশা অনেক বেড়েছে। তাই বার্তা সংস্থা এএফপিকে তিনি বলেন, "মিয়ানমারে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার `কোনো আশা নেই'। ৭৫ বছর বয়সি সিকান্দার আরো বলেন, "তারা (মিয়ানমারের সেনাবাহিনী) আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, আমাদের নারীদের ধর্ষণ করেছে এবং আমাদের অনেক স্বজনকে হত্যা করেছে। আমাদের বাড়ি ফেরার কোনো আশা নেই। এমন কোনো বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নেই, যা কার্যকর করা সম্ভব।„ তিনি জানান, "ক্যাম্পে জীবনযাপন করা কঠিন। এখানে আমাদের কেউই স্বাচ্ছন্দ্যে নেই- একজনও না।„ সিকান্দার বলেন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) এখন যে খাবার দেয়, অন্যান্য সংস্থা যেটুকু স্বাস্থ্যসেবা দেয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত।

`মিয়ানমারের পরিস্থিতি শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের অনুকূল নয়,

আজ মঙ্গলবার ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রকাশ করা এক যৌথ বিবৃতিতে ঢাকাস্থ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন জানিয়েছে, মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের অনুকূল নয়। বিবৃতিতে বলা হয়, "মিয়ানমারে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অধিকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, রাখাইন জুড়ে সংঘাত বাড়ছে। সেখানে মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে যাওয়া, বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর বিমান হামলা এবং মানবিক সহায়তা ও বাণিজ্যের ওপর মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের বিধি-নিষেধ আরোপ সংকটকে আরো ঘনীভূত করছে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রনি)

ইরানের অর্থনীতি ধ্বংস করতে সহযোগী দেশগুলিকে বার্তা আমেরিকার

আমেরিকার অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। সেখানে স্পষ্ট কোনো রূপরেখা না দিলেও তিনি জানিয়েছেন, ইরানকে পরাস্ত করতে এবার ইরানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখা দেশগুলিকে টার্গেট করছে আমেরিকা। এবার তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। অর্থাৎ, ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখলে নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়তে হবে। এভাবে ইরানের বাণিজ্য সম্পর্ক ধ্বংস করে অর্থনৈতিকভাবে ইরানকে পঙ্গু করে দিতে চাইছে আমেরিকা। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই অপারেশনের নাম রাখা হয়েছে 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট'। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ইরানের সামনে এখন দুটিই রাস্তা খোলা, এক, অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ একা হয়ে যাওয়া অথবা মূলস্রোতে ফিরে আসা। তবে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা দেশগুলির উপর কী ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে, তা বেসেন্ট বলেননি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) আজ

আজ ১২ রবিউল আউয়াল। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম ও ওফাত দিবস। সারা বিশ্বের মুসলমানরা এ দিনটিকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) হিসেবে পালন করেন। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আরবের মক্কা নগরীর সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে মা আমিনার কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (স.)। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের একইদিনে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ওফাত লাভ করেন। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্মের আগে গোটা আরব অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ওই সময় আরবের মানুষ মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। আরবের সর্বত্র দেখা দিয়েছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। এ যুগকে বলা হতো `আইয়ামে জাহেলিয়াত,। মহানবী (স.) অতি অল্প বয়সেই আল্লাহর প্রেমে অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং প্রায়ই তিনি হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। পঁচিশ বছর বয়সে মহানবী বিবি খাদিজার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। মাত্র ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ বা মহান রব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ করেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাণীতে তারা মহানবী (স.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবকল্যাণে ব্রতী হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে যথাযথ মর্যাদায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের জন্য সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নানান কর্মসূচি পালন করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মহানবী (স.)-এর জীবনের ওপর আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মহানবীর (সা.) আদর্শ অনুসরণে শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তি, ন্যায়, সহমর্মিতা, ক্ষমা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য ও মহিমান্বিত ঘটনা। তার আবির্ভাব মানুষের জন্য সত্য ও আলোর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। তিনি মানুষকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করার পাশাপাশি সত্য, ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মানবিকতা ও শান্তির শিক্ষা দিয়েছেন। তার পবিত্র জীবন ও কর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরন্তন পথনির্দেশ ও অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে আছে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানসহ বিশ্বের সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি মানবজাতির হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল, রহমাতুল্লিল আলামিন হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তার প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।„ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, (সূরা আল-আহজাব, আয়াতঃ ২১)। মহানবী (সা.)-এর জীবন ছিল পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বাস্তব ও জীবন্ত প্রতিফলন। সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ন্যায়বিচার, ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, দয়া ও পরোপকারের অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন। তার জীবনাচরণে আমরা যেমন আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্যের শিক্ষা পাই, তেমনি মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও মহানুভবতার অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

কনসার্ট বাতিল মানেই সরকারের বাধা নয় : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

সরকারের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কোনো ধরনের বাধা বা বিঘ্ন সৃষ্টির মানসিকতা নেই বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান। তিনি বলেছেন, কোনো কনসার্ট বাতিল হওয়ার পেছনে নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সেটিকে সরকারের অসহযোগিতা বা আপত্তির ফল হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে স্থানীয় আলেম-ওলামাদের বাধা দেওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে আন্দালিভ রহমান বলেন, কনসার্ট বাতিল হওয়া মানেই যে সরকার সহযোগিতা করেনি, তা নয়। হয়ত সেখানে নিরাপত্তার বিষয় ছিল, আরও অনেক কিছু ছিল। আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানতে পারব। তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে মাঝে মাঝে কনসার্ট বাতিল হতে পারে। সব সময় কারও আপত্তির কারণে অনুষ্ঠান বাতিল হয়, বিষয়টি এমন নয়। কোথাও কোনো ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি আশঙ্কা করা হলে সে কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক কনসার্ট হচ্ছে এবং বড়ো বড়ো আয়োজনও হচ্ছে। তবে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা থাকলে, সেটি আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হয়। আমাদের সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের কোনো মানসিকতা নেই যে, কোনো সাংস্কৃতিক বিষয়ে কোনো বাধা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে। আমরা এ ধরনের চিন্তা শেয়ার করি না- বলেন আন্দালিভ রহমান। তথ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৪০-৫০ বছর ধরে আমরা দেখে আসছি, সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী সবসময় এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে আসছে। বাংলাদেশে এমন ঘটনা অনেক সময়ই ঘটেছে। এ নিয়ে আসলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেখানে আমরা একসঙ্গে কীভাবে বসবাস করতে হয়, মানুষ কীভাবে মানুষের পাশে থাকতে হয়, তা জানি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সহাবস্থান রয়েছে। কিছু কিছু মানুষ বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখান। এটা হতেই পারে। তবে ইনশাআল্লাহ, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে এবং আইন অনুযায়ীই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ যে অবস্থায় চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে বর্তমান সরকারের সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, বরং নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, একটা ঘটনা ঘটছে না, তা নয়। একটা সময়ে যখন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় এবং দেড়-দুই বছর ধরে কিছু গোষ্ঠী ওপরে উঠে যায়, তখন রাতারাতি সবকিছুর পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে যতটুকু উন্নতি হয়েছে, আমি এটাকে অনেক বড়ো ইমপ্রুভমেন্ট মনে করি। জাহেদ উর রহমান বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চা বাড়ানো এবং তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন বলে জানান। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চর্চা বাড়ানো, সেটা ছড়িয়ে দেওয়া নিয়ে উনার মতো মনোযোগী, আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কখনও পেয়েছে কি না, আই অ্যাম ইন ডাউট। তিনি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা আরও দ্রুত এগিয়ে

নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পর্কে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা কোনো ব্যবস্থার বিষয় নয়, এটি মানসিকতার বিষয়। নিজের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের বিষয়টি গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হয়। গত ১৭ বছরে সমালোচনা শোনার সেই মানসিকতা ছিল না। তিনি বলেন, গত ছয় মাসে সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে কোনো নির্দিষ্টভাবে সংবাদ প্রকাশের নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকেও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, কাউকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে না এবং কারও মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, আপনারা গণতন্ত্রের আরেকটা স্তম্ভ। আপনারা আছেন বলেই আমরা এখানে আছি, আমরা আছি বলেই আপনারা আছেন। আমরা সবাই মিলেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকার কোনো নির্দেশনা দিতে পারে না উল্লেখ করে আন্দালিভ রহমান বলেন, আপনারা যখনই নিউজ করবেন, অবশ্যই আপনাদের নিউজ আপনারা করবেন। আমরা আপনাদের নিউজ ডিকটেট বা কমেন্ট করার পজিশনে নেই। তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়ে তিনি বলেন, ১৭ বছর পর যে দায়িত্ব সরকার পেয়েছে, তা বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময়ের একটি। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সিস্টেম হ্যাজ বিন ক্রাপটেড। মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নের প্রতিটিতে নয়টি করে ওয়ার্ড রয়েছে। ফলে প্রায় ৩৬ হাজার ওয়ার্ডে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ছোটখাটো অপরাধ ঘটতে পারে। প্রতিটি ঘটনাকে সংবাদমাধ্যমের পাতায় তুলে ধরা হলে মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হতে পারে যে, দেশে কেউ স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারছে না। তিনি বলেন, আমাদেরও যেমন দায়িত্ব, অবশ্যই আপনারা আমাদের সমালোচনা করবেন বস্তুনিষ্ঠ। এটা কোনো কিছু না। কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন যে, এটা কোনো স্বাভাবিক সময়ে আমরা সরকারের দায়িত্ব আসিনি। আন্দালিভ রহমান বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সময় পার করছে। শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই নয়, বৈশ্বিক বাস্তবতাও বিবেচনায় নিতে হবে। একইসঙ্গে বর্তমান সরকারকে একই আমলাতন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। 'উই হ্যাভ দ্য সেম ব্যুরোক্রেসি, উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান আমলাতন্ত্রকে নিয়েই সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিনের যে প্রশাসনিক ধারা চলে এসেছে, সেটিও এক দিনে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সরকারের গণমাধ্যমবান্ধব মনোভাবের উদাহরণ দিতে গিয়ে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনায় তার ও প্রতিমন্ত্রীর প্রথম অনুরোধ ছিল তাদের ছবি যেন যতটা সম্ভব কম দেখানো হয়। তবে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যবস্থার কারণে এটিও পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, রীতিটাই এমনভাবে হয়ে আসছে। ইনশাআল্লাহ, আমরা একটা প্রসেসের মধ্যে আছি। আমার বিশ্বাস, আপনারা সঙ্গে থাকলে, দেশের মানুষ সঙ্গে থাকলে আমরা ঠিকমতো এগিয়ে যেতে পারব। ভারতে অবস্থান করা পালাতক শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শুধু একজনকে নয়, যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে এবং যারা বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত, তাদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করতে চায়। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনসহ এর আগের ঘটনাগুলোরও সঠিক বিচার হওয়া প্রয়োজন। ভারতের আদালতের মাধ্যমে বিষয়টি এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ধরনের সংবাদ বাংলাদেশের জন্য খুব একটা শুভকর নয় বলেই তার ধারণা। তিনি বলেন, সরকারের মূল দাবি একই যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে এবং যাদের বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন, তাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে আইনের আওতায় বিচার নিশ্চিত করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ব্যাটারিচালিত রিকশার জন্য দ্রুত নীতিমালা : প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

ঢাকার প্রধান সড়ক ও মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচল নিয়ে দ্রুত নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে সরকার। এ নীতিমালায় এসব রিকশা কোথায় ও কতটুকু চলতে পারবে, যানবাহনের মান ও কারিগরি সক্ষমতা এবং চালকদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করা হবে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান পার্থ ও প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ঢাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলো বড়ো ও প্রধান সড়কগুলোতে চলাচল শুরু করেছে। এতে মানুষের চলাচলে কিছু সুবিধা তৈরি হলেও নানা ধরনের অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং রিকশাচালকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি এসব যানবাহন কারিগরি দিক থেকে যথেষ্ট নিরাপদ ও মানসম্মত কি না, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, সরকার খুব দ্রুত এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। কোন এলাকায় এবং কতটুকু এসব যান চলাচল করতে পারবে, যানবাহনের মান কেমন হবে- এসব বিষয় নীতিমালায় নিশ্চিত করা হবে। এর মাধ্যমে দ্রুত একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীদের সুখবর দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের ব্যক্তি আমানতকারীদের জন্য সুখবর দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে গ্রাহকরা নিজ নিজ হিসাব থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা তুলতে পারবেন। পাশাপাশি আমানতের মুনাফা থেকে কোনো ধরনের `হেয়ারকাট, বা কর্তন করা হবে না। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী শায়রুল হাসান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদুর রহমান সিকদারের বৈঠকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে ঘোষিত স্কিম অনুযায়ী আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে গ্রাহকদের জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে ১ সেপ্টেম্বর থেকে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে নতুন এ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থার আওতায় ব্যক্তি আমানতকারীরা আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব, মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব এবং মুদারাবা মেয়াদি আমানতের মূল অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে চলমান স্কিমে থাকা নির্ধারিত বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না। সুবিধাটি চালু করতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ডিউটিরত ঢাকা ওয়াসার কর্মচারীকে গাড়িচাপা, ঘটনাস্থলেই নিহত

রাজধানীর মিরপুরে গাড়িচাপায় মো. শামীম নামে ঢাকা ওয়াসার এক কর্মচারী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকাল ৬টার দিকে মিরপুর-১০ নম্বর এলাকার সেনপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, তিনি প্রায় ২৫ বছর ধরে ঢাকা ওয়াসায় কর্মরত ছিলেন। তার কর্মস্থল ছিল মিরপুর সেনপাড়া ও পানির পাম্প এলাকায়। তিনি পাবনার বেড়া উপজেলার পাইখন্দ বারাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কর্তব্যরত অবস্থায় শামীমকে একটি গাড়ি চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এ বিষয়ে কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার জন্য ঘাতক চালক ও গাড়িকে শনাক্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো ধরনের গাড়ি শামীমকে চাপা দিয়েছে জানতে চাইলে ওসি বলেন, এখনো শনাক্ত করা যায়নি। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা চলছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানের সাক্ষাৎ

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিন বাহিনীর প্রধানরা। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। সাক্ষাৎকালে তিন বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় অভিনন্দন ও শুভকামনা জানান। একইসঙ্গে তারা নিজ নিজ বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। এসময় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপতির দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা কামনা করেন তিন বাহিনীর প্রধান। রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে একটি আধুনিক চতুর্মাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিটিভিতে বিরোধীদলের বক্তব্য আনুপাতিক হারে প্রকাশ করতে হবে

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), সংসদ টেলিভিশনসহ সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে শুধু সরকারি দলের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের খবর প্রচার না করে আনুপাতিক হারে বিরোধীদলের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড প্রচারের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী এ কথা জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারি টেলিভিশনগুলোতে শুধু সরকারি দলের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের খবর প্রচার করা হবে না। আনুপাতিক হারে সংসদের বিরোধীদলের সদস্যদের পাশাপাশি সংসদের বাইরে থাকা বিরোধীদলগুলোর খবরও প্রচার করতে হবে। তিনি বলেন, অন্তত উনাদের কথা, যেগুলো বলছেন সরকারের বিরুদ্ধে হোক, পক্ষে হোক, জনগণের পক্ষে যে কথাগুলো, সেগুলো তুলে ধরতে হবে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানিয়ে ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য মঙ্গলবার থেকেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য গণমাধ্যম যা তুলে ধরতে চায়, তা প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীনতা সবার আছে এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরও বলেন, যে স্বাধীনতাটা এখন আছে,

অতীতের চেয়ে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা এখন আমরা গণমাধ্যমে দেখছি। এসময় সরকারের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডও গণমাধ্যমে তুলে ধরার আহ্বান জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমে সরকারের ইতিবাচক কার্যক্রম তুলে ধরা হলে সরকার আরও ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে। তিনি বলেন, আপনারা যখন পজিটিভ নিউজ করবেন, আমরা কিন্তু এনকারেজড হবো, সরকার এনকারেজড হবে। আমরাও তো মানুষ। আমাদের যখন পজিটিভ নিউজগুলো তুলে ধরবেন, তখন আমরা আরও ভালো কাজ, আরও ইমপ্রুভ করার অনুপ্রেরণা পাবো। তবে সরকারের সমালোচনার অধিকার গণমাধ্যমের রয়েছে বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। একই সঙ্গে সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে উল্লেখ করে ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় বা রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো সংবাদ কিংবা কোনো কিছু প্রচার করা ঠিক নয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ওয়াসার সায়েদাবাদ প্রকল্পে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা দেবে ডেনমার্ক

ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের শেষ পর্যায়ের কাজ শেষ করতে বাংলাদেশকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা সহায়তা দেবে ডেনমার্ক। এর মধ্যে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা অনুদান এবং বাকি ৩ হাজার কোটি টাকা দেড় থেকে ২ শতাংশ সুদে ঋণ হিসেবে দেওয়ার কথা জানিয়েছে দেশটি। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিয়ান ব্রিক মুলারের বৈঠক হয়। বৈঠকে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। মীর শাহে আলম বলেন, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এবং আমাদের টিমের বৈঠকে ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহে বড়ো ধরনের বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে প্রতিদিন পানির চাহিদা প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ লিটার। এর বিপরীতে ঢাকা ওয়াসা ভূগর্ভস্থ ও উপরিভাগের পানি মিলিয়ে প্রায় ২ কোটি ৯৫ লাখ থেকে ৩ কোটি ৫ লাখ লিটার পানি সরবরাহ করে। ফলে প্রতিদিনই কিছু ঘাটতি থেকে যায়। প্রতিমন্ত্রী জানান, ঢাকা শহরের পানির চাহিদা পূরণে মেঘনা নদী থেকে পানি এনে সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গন্ধপুর প্রকল্প চালু হলে প্রতিদিন প্রায় ৫০ কোটি লিটার পানি ঢাকায় সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, সায়েদাবাদ প্রকল্পে মেঘনা নদী থেকে পানি এনে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে শোধন করে ঢাকা শহরে সরবরাহ করা হবে। এই প্রকল্প থেকে প্রতিদিন ৯৫ কোটি লিটার পানি পাওয়া যাবে। মীর শাহে আলম জানান, সায়েদাবাদ প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটির কাজ ২০৩০ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য ছিল। তবে সরকার নির্ধারিত সময়ের আগেই, ২০২৯ সালের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করতে চায় সরকার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করলো সিএমপি

চট্টগ্রাম নগরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে জশনে জুলুস ও মাহফিলকে কেন্দ্র করে অস্ত্র বহন, প্রদর্শন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি)। একইসঙ্গে র‍্যালির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে নির্দিষ্ট রোডম্যাপ। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল বুধবার ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় র‍্যালি ও মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণভাবে এসব আয়োজন সম্পন্ন করতে চট্টগ্রাম সিএমপি অধ্যাদেশ ১৯৭৮-এর ২৮ ও ২৯ ধারার ক্ষমতাবলে সব ধরনের অস্ত্র বহন, প্রদর্শন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া মূর্তি বা কুশপুত্তলিকা প্রদর্শনও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত মূল জশনে জুলুসের জন্য নির্ধারিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, সকাল ৮টায় নগরের ষোলশহরের আলমগীর খানকা কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া থেকে র‍্যালি শুরু হবে। র‍্যালিটি বিবিরহাটে গিয়ে বামে মোড় নিয়ে মুরাদপুরে পৌঁছাবে। সেখান থেকে ডানে মোড় নিয়ে ষোলশহর ২ নম্বর গেট, জিইসি মোড়, ওয়াসা, দামপাড়া, লালখান বাজার ও টাইগারপাস হয়ে পুনরায় একই পথে ফিরে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন জুলুছ ময়দানে গিয়ে সমবেত হবে। সিএমপি জানিয়েছে, র‍্যালি চলাকালে লালখান বাজার থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত ফ্লাইওভার বন্ধ থাকবে। গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, র‍্যালির শুরু থেকে মাহফিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার মাজারে মুক্তিযোদ্ধা দলের শ্রদ্ধা নিবেদন

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন, মাজার জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপির সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে শের-ই-বাংলা নগর থানাধীন জিয়া উদ্যানে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের আয়োজনে এ কর্মসূচিতে

সংগঠনটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং সহ-সভাপতি এম এ শহীদ বাবলুসহ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

নবীজির শিক্ষায় বিশ্বশান্তির আশা রিজভীর

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি এবং কল্যাণ কামনা করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা করেন। বাণীতে রুহুল কবির রিজভী বলেন, "আজ পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ), এই পবিত্র দিনে বিশ্বজগতে এক সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের আবির্ভাব হয়। এই শিশুর শুভাগমনে সারা দুনিয়ায় রহমতের অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়। সততা, নম্রতা, উদারতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং নবীজির প্রদর্শিত পথে চলার জন্য এই দিনটি এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।„ তিনি বলেন, "পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহর অসীম শান্তি ও অফুরন্ত কল্যাণ কামনা করছি। তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলা; `হাত কাটা কাশেম, ৫ দিনের রিমান্ডে

২০১৫ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তেজগাঁও থানা শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. আবুল কাশেম পাটোয়ারী ওরফে `হাত কাটা কাশেমের, পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। ঢাকা মহানগর আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার পরিদর্শক (অপারেশন) আবদুল হান্নান আবুল কাশেমের সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ২০ এপ্রিল দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপি-সমর্থিত মেয়র প্রার্থী তাবিথ এম আউয়ালের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেন খালেদা জিয়া। তার গাড়িবহর রাজধানীর কারওয়ান বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক সংলগ্ন এলাকা ও প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হামলার ঘটনা ঘটে। এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় গাড়িবহর ভাঙচুর করা হয়। হামলায় এসএসএফ সদস্য, সাংবাদিকসহ কয়েকজন আহত হন। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ২২ আগস্ট মো. বেল্লাল হোসেন বাদী হয়ে তেজগাঁও থানায় মামলা করেন। মামলাটিতে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩০৭, ৪২৭ ও ৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাসায় সিসি ক্যামেরা রয়েছে সন্দেহে বিদ্যুতের লাইন কেটে দেন সিদ্ধার্থ

রংপুরে অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তার স্ত্রী এবং মেয়েকে ছাদে হত্যার পর নিচে রুমে নেমে আসেন সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ দাস। তখন ভোরের আলো ফুটেছে। এসময় ঘুম থেকে জেগে বিছানায় বসে ছিল ছোটো আয়ুস চক্রবর্তী প্রিয়ম। সিদ্ধার্থকে চিনে ফেলায় তাকেও হত্যা করা হয়। এরপর বাসায় সিসি ক্যামেরা রয়েছে সন্দেহে সেখানে থাকা একটি পুরোনো প্লাস নিয়ে নিচতলায় গিয়ে বৈদ্যুতিক মিটারের তার কেটে ফেলেন সিদ্ধার্থ। তখন শর্ট সার্কিট হয়। পুলিশের হাতে গ্রেফতারের পর তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে এভাবেই ঘটনার বর্ণনা দেন সিদ্ধার্থ। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় মুগ্ধ ওপর তলায় অবস্থান করছিলেন বলে জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ। জানতে চাইলে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার সনাতন চক্রবর্তী বলেন, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর তারা (অভিযুক্তরা) বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। এসময় শর্ট সার্কিট হয়ে মেইন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়। তিনি আরও বলেন, "স্থানীয়দের সহায়তায় সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ দাসকে আটক করা হয়েছে। বাইরে অনেকে অনেকভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। পুলিশের কাছে ছোটো ছোটো কিছু বিষয় হাইড করলেও আদালতে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তারা। বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। পুলিশ রাইট ওয়েতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আশা করছি, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেওয়া যাব "- যোগ করেন উপপুলিশ কমিশনার সনাতন চক্রবর্তী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

পরিচয় গোপন রেখে চাঁদাবাজির অভিযোগ জানানো যাবে `চাঁন্দাবিডি ডটকমে,

দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাঁদাবাজি, অবৈধ অর্থ দাবি ও সেবা/কাজকে কেন্দ্র করে আর্থিক হয়রানির অভিজ্ঞতা নথিবদ্ধ করার লক্ষ্যে চালু হয়েছে নতুন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চাঁন্দাবিডি ডটকম (chandabd.com)। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিদেশি বিভিন্ন নাগরিক-রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ঘুস সংক্রান্ত অভিযোগ নথিবদ্ধের প্ল্যাটফর্ম ঘুস ডট সাইটের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদ্যোগটি তৈরি করা হয়েছে

বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। প্ল্যাটফর্মটিতে নাগরিকরা নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে চাঁদা দাবি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, নির্মাণকাজ বা ব্যবসাকে কেন্দ্র করে অবৈধ অর্থ দাবির অভিজ্ঞতা জানাতে পারবেন। অভিযোগে ঘটনার এলাকা, সময়, সংশ্লিষ্ট খাত বা ঘটনার ধরন, দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ এবং ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যুক্ত করার সুযোগ থাকবে। তবে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ওয়েবসাইটে জমা পড়া তথ্যকে কোনোভাবেই আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ, তদন্তের ফলাফল বা যাচাইকৃত অপরাধের ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এটি মূলত নাগরিক অভিজ্ঞতার একটি উন্মুক্ত নথি, যার মাধ্যমে কোন এলাকা বা খাতে এ ধরনের অভিযোগ বেশি আসছে, সে বিষয়ে একটি প্রাথমিক চিত্র পাওয়া সম্ভব। ভুল তথ্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ, কারও ব্যক্তিগত ঠিকানা, ফোন নম্বর বা অপ্রাসঙ্গিক পরিচয় প্রকাশ রোধে অভিযোগগুলো প্রকাশের আগে মডারেশনের আওতায় আনা হবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ থাকলেও সেটি প্রমাণিত তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হবে না। চাঁন্দাবিডি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য কাউকে অপমান বা অপরাধী ঘোষণা করা নয়। বরং, নাগরিকদের অভিজ্ঞতা দায়িত্বশীলভাবে নথিবদ্ধ করা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে সমস্যার ধরন তুলে ধরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ব্যবসা সহজ করতে নতুন কাঠামো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্ব

দেশের আমদানি ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও ব্যবসাবান্ধব করতে নতুন `আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯, জারি করেছে সরকার। নতুন এ নীতিতে আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি, ব্যবসায়ীদের জন্য নীতিগত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সোমবার (২৪ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা গেজেটে এ আদেশটি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্টর্স (কন্ট্রোল) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ৩(১) অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে। গেজেট অনুযায়ী, নতুন আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬ সাল থেকে ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। নতুন আমদানি নীতিতে ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্পষ্টতা ও কাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, আমদানি শর্ত, প্রয়োজনীয় সনদপত্র, উৎস দেশ নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিধিমালা অনুসরণের বিষয়গুলোকে আরও সুসংগঠিত করা হয়েছে। নীতিতে আমদানি পণ্যের উৎপত্তির দেশ সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পণ্যের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় প্রযোজ্য সুবিধা গ্রহণ সহজ হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে প্রতিমন্ত্রীকে অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান টিআইবির

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরকে অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি এ আহ্বান জানায়। টিআইবি বলেছে, জনস্বার্থে পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে সংবাদকর্মীরা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করলেও তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্য জানতে চাওয়াকে যেভাবে ক্ষোভ ও বিদ্বেষমূলকভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তা পতিত কর্তৃত্ববাদী আমলের `শুট দ্য মেসেঞ্জার, চর্চার প্রতিফলন। এর নিন্দা জানিয়ে টিআইবি বলছে, এ ধরনের প্রতিক্রিয়া মুক্ত গণমাধ্যম, স্বাধীন সাংবাদিকতা, বাকস্বাধীনতা ও জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার খর্ব করার শামিল। তাই এমন আত্মঘাতী প্রয়াস পরিহারের পাশাপাশি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নিয়োগ ঘিরে চলমান বিতর্কের মূল বিষয়, দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে তার অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, টেকনোক্র্যাট কোটায় দ্বৈত নাগরিকত্বধারী ব্যক্তিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ অসাংবিধানিক। সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ সদস্য নন এমন কাউকে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে সাগরে ভাসছিলেন ১৬ জেলে, উদ্ধার করলো নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে তিনদিন ভাসতে থাকা একটি মাছ ধরার বোটসহ ১৬ জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। গতকাল সোমবার মোংলা ফেয়ারওয়ে বয়ের কাছে টহলরত নৌবাহিনী জাহাজ বানৌজা কপোতাক্ষ তাদের উদ্ধার করে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, গত রোববার রাতে নিয়মিত টহল পরিচালনার সময় বঙ্গোপসাগরে একটি মাছ ধরার বোট ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসমান থাকার তথ্য পায় নৌবাহিনী জাহাজ বানৌজা কপোতাক্ষ। পরে রাতেই উদ্ধার অভিযান শুরু করে নৌবাহিনী। পরদিন সকালে প্রচণ্ড ঢেউ ও বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে মোংলা ফেয়ারওয়ের কাছে এফবি আল আমিন নামের বোটটির সন্ধান পায় নৌবাহিনী। তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোটটিতে থাকা ১৬ জেলেকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় জেলেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানান, গত ১৯ আগস্ট বাগেরহাটের শরণখোলা এলাকা থেকে ১৬ জন জেলে মাছ

ধরার উদ্দেশ্যে এফবি আল আমিন নিয়ে সমুদ্রে যান। সমুদ্রে যাওয়ার দুইদিন পর বোটটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এরপর টানা তিনদিন তারা সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় ছিলেন। পরে উত্তাল সাগর ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই নৌবাহিনী জাহাজ কপোতাক্ষ বোটটিকে টেনে সুন্দরবনসংলগ্ন হিরণ পয়েন্টে নিয়ে আসে। সেখানে বোটসহ **১৬** জেলেকে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ব্যবসায়ী তাহসিন হত্যা মামলায় ডেভিড ইমনকে শ্যোন অ্যারেস্ট

চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানার শমসের পাড়া এলাকায় ব্যবসায়ী আফতাব উদ্দিন তাহসিনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার মামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনকে (২৫) শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিদা সাত্তারের আদালত এ আদেশ দেন। ডেভিড ইমন ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর এলাকার মৃত মো. মুসার ছেলে। আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের **২১** সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শমসের পাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে আফতাব উদ্দিন তাহসিনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের বাবা মো. মুসা বাদী হয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেনসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- সাজ্জাদের সহযোগী মো. হাসান, মোহাম্মদ, খোরশেদ ওরফে খালাতো ভাই খোরশেদ এবং মো. হেলাল। তাহসিন ইট ও বালুর ব্যবসা করতেন। ব্যবসার জন্য আনা বালু ও ইট শমসের পাড়ার উদুপাড়া এলাকায় রাখতেন তিনি। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন বিকেল সোয়া ৪টার দিকে মজুতের জন্য সেখানে এক ট্রাক বালু আনা হয়। এ সময় তাহসিন সেখানে যান। কিছুক্ষণ পর সাজ্জাদ হোসেন সহযোগীদের নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে করে সেখানে এসে তাহসিনকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সিএমপির ডিসি (প্রসিকিউশন) মোহাম্মদ হাসান ইকবাল চৌধুরী বলেন, ২০২৪ সালের আফতাব উদ্দিন তাহসিন হত্যা মামলায় মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানোর আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন। তিনি বলেন, ডেভিড ইমনের বিরুদ্ধে সিএমপিতে মোট সাতটি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় পর্যায়ক্রমে তাকে গ্রেফতার দেখানোর জন্য আদালতে আবেদন করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

বন্দি পলায়নে বরখাস্ত, দণ্ড মেনে নেওয়ার শর্তে আদেশ প্রত্যাহার

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে সাজাপ্রাপ্ত এক নারী কয়েদি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কারাগারের জেলার শিরিন আক্তারকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল সরকার। তবে চলমান বিভাগীয় ব্যবস্থায় দণ্ডাদেশ মেনে নেওয়ার শর্তে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা-**১** শাখার উপ-সচিব মো. আমিনুল ইসলাম। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গত **১৬** জুলাই সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ৫০ মিনিটে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বন্দি পালানোর ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্মকর্তা শিরিন আক্তারকে (সাময়িক বরখাস্ত) করা হয়েছিল। শিরিন আক্তারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। ওই বিভাগীয় ব্যবস্থায় দণ্ডাদেশ মেনে নেওয়ার শর্তে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। আদেশে আরও বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে। অর্থাৎ, বন্দি পলায়নের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা চলমান থাকলেও সাময়িক বরখাস্তের অবস্থান থেকে তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে বিভাগীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের সংস্কার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার আশ্বাস ইউএনডিপির

আইনি ও বিচারিক সংস্কার, সংবিধান সংশোধনসহ বাংলাদেশের সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আশ্বাস দেন ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন রড্রিগেজ। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সাংবিধানিক সংস্কার, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা, পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া প্রস্তাবিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন তারা। বৈঠকে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি বলেন, আমরা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে চাই। তিনি মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, `আপনি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন জেনে আমরা আনন্দিত। আপনি চাইলে আমরা এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে আগ্রহী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনায় জাপানি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব জমা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে জাপানি প্রতিষ্ঠান ˋসাব ওয়ার্কিং গ্রুপ, প্রস্তাব জমা দিয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি জমা দেওয়া হয়। জাপানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মাসাহিরু হিরাই বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকের কাছে প্রস্তাবটি হস্তান্তর করেন। এসময় বেবিচকের অন্যান্য সদস্য ও জাপানি প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবের সঙ্গে জাপানি প্রতিষ্ঠানটি কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবসংবলিত পৃথক নথি জমা দিয়েছে। দাখিল করা প্রস্তাবগুলো বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গঠিত প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই করবে। কমিটিতে বেবিচকের প্রশাসন সদস্য, পরিচালনা ও পরিকল্পনা সদস্য, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রথমে কারিগরি প্রস্তাব যাচাই করা হবে। এরপর মূল্যায়ন করা হবে আর্থিক প্রস্তাব। উভয় প্রস্তাব মূল্যায়নের পর প্রয়োজনীয় আলোচনা ও দর কষাকষি বা সমঝোতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রংপুর মহানগর পুলিশে নতুন কমিশনার মাহবুবুর রশীদ

রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার (আরপিএমপি) হিসেবে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) ডিআইজি মু. মাহবুবুর রশীদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তৌছিফ আহমেদ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ রদবদল করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এসবির ডিআইজি মু. মাহবুবুর রশীদকে রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার, ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আসলাম উদ্দিনকে পুলিশ সদর দপ্তরে (টিআর পদে) এবং নোয়াখালী পিটিসির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নূরুল আমীনকে খাগড়াছড়ি এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারে বদলি করা হয়েছে। এর আগে, গত ১২ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মোহাম্মদ আবদুল মাবুদকে রংপুর রেঞ্জের নতুন ডিআইজি হিসেবে পদায়ন করা হয়। এর আগে, গত ১২ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মোহাম্মদ আবদুল মাবুদকে রংপুর রেঞ্জের নতুন ডিআইজি হিসেবে পদায়ন করা হয়। ২০তম বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তা আবদুল মাবুদ চলতি বছরের ২৬ এপ্রিল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে, ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। গত বছরের ২৬ নভেম্বর ডিআইজি পদে পদোন্নতি পান তিনি। প্রায় দেড় দশক ধরে তার পদোন্নতি থেমে ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

৪৮তম বিসিএসে আরও ১৮৪ চিকিৎসক নিয়োগ

৪৮তম বিসিএসের (বিশেষ) মাধ্যমে আরও ১৮৪ জন চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তাদের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রবেশ পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়, নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ১৬৫ জন সহকারী সার্জন এবং ১৯ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জন রয়েছেন। এর আগে, চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) থেকে ৩ হাজার ২৬৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগ পাওয়া প্রার্থীদের আগামী ৭ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ নির্ধারিত কার্যালয়ে যোগ দিতে বলা হয়েছে। পরবর্তী কোনো নির্দেশনা না এলে ওই তারিখেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে যোগ দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে যোগদান না করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী চাকরিতে যোগদানে সম্মত নন বলে গণ্য হবেন এবং তার নিয়োগপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সব পৌরসভায় ডিজিটাল হাজিরা চালুর নির্দেশ

দেশের সব পৌরসভায় আধুনিক ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এ লক্ষ্যে দেশের সব পৌরসভার প্রশাসকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থায় ফেস রিকগনিশন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ক্লাউডভিত্তিক অনলাইন ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি ডিজিটালভাবে নিবন্ধন ও পর্যবেক্ষণ করা হবে। গত ২০ আগস্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের পৌর-১ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে দেশের সব পৌরসভার প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধন সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নতুন এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হবে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর উপস্থিতি কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে মনিটর করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৬ জুলাইয়ের দুটি স্মারক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার গত ১১ আগস্টের ইউও নোটের আলোকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রাস্তায় ময়লা ফেললে গুনতে হবে জরিমানা

নগরীর পরিচ্ছন্নতা জোরদার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন এবং মশক নিধন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। তিনি বলেন, রাস্তাঘাট, ফুটপাত কিংবা খোলা স্থানে আইন অমান্য করে ময়লা ফেললে আইন অনুযায়ী জরিমানা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং দায়িত্বে গাফিলতি পাওয়া গেলে বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) নগর ভবনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ তদারকি কমিটির সদস্য, পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আয়োজিত এক সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ঈদে মিলাদুন্নবী ঘিরে রাজধানীতে ডিএমপির কঠোর নিরাপত্তা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। যে-কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা মোকাবিলায় পুরো রাজধানীকে কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হয়েছে। ডিএমপি বলছে, গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও জনসমাগমস্থলে সোয়াট, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ও কে-নাইন ইউনিটের সদস্যরা সুইপিং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনার আওতায় এনে এসব এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হবে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী জানান, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে রাজধানীজুড়ে পিকেট ও চেকপোস্ট ডিউটি পরিচালনা করা হচ্ছে। মহানগরের সব প্রবেশপথে চেকপোস্ট ও তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সার নিয়ে হার্ডলাইনে সরকার

সার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছে সরকার। বরাদ্দ পাওয়া সার সময়মতো উত্তোলনে গড়িমসি না করতে ডিলারদের নির্দেশ দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। বরাদ্দ করা সার উত্তোলন নিয়ে সংকট তৈরির চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। একইসঙ্গে সার ব্যবস্থাপনা নিয়ে ডিলারদের বেশকিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) কৃষি মন্ত্রণালয়ে সার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আয়োজিত এক সভায় এসব নির্দেশনা দেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ ও কৃষিসচিব মো. সেলিম খান। সভায় বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের এসব নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা যায়, সারাদেশে সার নিয়ে তৈরি হওয়া অরাজকতা তৈরি হয়েছে ডিলারদের একটি অংশের সিন্ডিকেট। যারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে নিজেদের বরাদ্দ উত্তোলন না করেই সারের সংকট বলে প্রচার করে যাচ্ছে। এতে বাড়তি দামে সার কেনাসহ নানাভাবে হয়রানিতে পড়েছে কৃষক। মন্ত্রণালয় বলছে, উত্তরাঞ্চলের অনেকগুলো জেলার ডিলাররা নিজেদের বরাদ্দ না তুলেই ক্রাইসিসের কথা প্রচার করেছে। অনেকে আবার গুদামে সার রেখে বেশি দামে বিক্রি করেছে। এদিকে, এ চিত্র নিরসনে সোমবার (২৪ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি বৈঠক হয়। যারা এই সংকট তৈরির চেষ্টা করছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সেরা ইউনিয়ন পরিষদ ও চেয়ারম্যানকে স্বীকৃতি-প্রণোদনা দেবে সরকার

গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সেরা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) ও চেয়ারম্যানকে স্বীকৃতি ও প্রণোদনা দেবে সরকার। এ লক্ষ্যে দেশের সব জেলা প্রশাসককে নিজ নিজ জেলার ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মধ্য থেকে সেরা গ্রাম আদালত পরিচালনাকারী ইউপি ও সেরা চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের ইউনিয়ন পরিষদ-২ শাখা থেকে গত ১৭ আগস্ট জেলা প্রশাসকদের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও টেকসই গ্রাম আদালত পরিচালনা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে উৎকর্ষতা অর্জনকারী ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে স্বীকৃতি ও প্রণোদনা দেওয়া হলে অন্য ইউনিয়ন পরিষদগুলোও গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের মানোন্নয়নে উৎসাহিত হবে। একইসঙ্গে দেশব্যাপী একটি ইতিবাচক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

অপরাধপ্রবণ এলাকায় পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৫৩

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৫৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, সোমবার (২৪ আগস্ট) ওই বিভাগের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় কেউ যেন কারাগারে না থাকেন, তা নিশ্চিত করবে সরকার

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কেউ যেন অন্যায়ভাবে কারাগারে না থাকেন, তা বর্তমান সরকার অবশ্যই নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। শামা ওবায়েদ বলেন, ”আমাদের সরকারের অবস্থান হচ্ছে, আমরা মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট আছি। আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।„ তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা অন্য কোনো দলের নেতাকর্মী- কেউ যেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে অন্যায়ভাবে কারাগারে বা আটক না থাকেন, সেটি নিশ্চিত করাই সরকারের অবস্থান। এ বিষয়ে তার ভাষ্য, ”কোনো দল... বিরোধী দল হোক, আওয়ামী লীগ হোক, যে দলেরই হোক, অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক প্রতিশোধের কারণে কেউ যেন অন্যায়ভাবে জেলে না থাকে, আটক না থাকে, সেটা অবশ্যই বর্তমান সরকার নিশ্চিত করবে।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব রওশন আরা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (সচিব) রওশন আরা বেগম। তাকে এই নিয়োগ দিয়ে মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইয়াসমিন পারভীনকে সচিব হিসেবে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মতিঝিল এলাকায় বিশেষ অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ৭৪

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সোমবার (২৪ আগস্ট) মতিঝিল বিভাগের বিভিন্ন থানায় নিয়মিত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে মতিঝিল থানায় ১১ জন, পল্টন থানায় ২১ জন, সবুজবাগে ৫ জন, খিলগাঁওয়ে ৭ জন, রামপুরায় ৯ জন, শাহজাহানপুরে ১০ জন এবং মুগদায় ১১ জন রয়েছেন। গ্রেফতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

মহানবীর আদর্শ অনুসরণে শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তি, ন্যায়, সহমর্মিতা, ক্ষমা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আজ (মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট) দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, ”মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য ও মহিমান্বিত ঘটনা। তার আবির্ভাব মানুষের জন্য সত্য ও আলোর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। তিনি মানুষকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করার পাশাপাশি সত্য, ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মানবিকতা ও শান্তির শিক্ষা দিয়েছেন। তার পবিত্র জীবন ও কর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরন্তন পথনির্দেশ ও অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে আছে।„ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানসহ বিশ্বের সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি মানবজাতির হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য সর্বশেষ নবী ও রসূল, রহমাতুল্লিল আলামিন হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তার প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।„(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

ঢাকার পানি সংকট মোকাবিলায় ডেনমার্কের সহযোগিতা কার্যকর ভূমিকা রাখবে

ঢাকার ক্রমবর্ধমান বিশুদ্ধ পানির চাহিদা ও সংকট মোকাবিলায় ডেনমার্কের সহযোগিতা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেন, পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে ডেনমার্ক বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হতে পারে। আজ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেন ব্রিক্স মোলারের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার, পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পে ডেনমার্কের বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের শুরুতে রাষ্ট্রদূত নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান এবং দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে ডেনমার্ক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ডেনমার্কের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বৈঠকে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩)-এ ডেনমার্কের অর্থায়ন ও সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্পটিতে ডেনমার্ক সরকার সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা অর্থায়ন করবে। এর মধ্যে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা অনুদান এবং ৩ হাজার কোটি টাকা স্বল্পসুদে ঋণ সহায়তা হিসেবে দেওয়া হবে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে ডেনমার্কের সহযোগিতা সরকারের জন্য একটি বড় সাফল্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরে ক্রমবর্ধমান বিশুদ্ধ পানির চাহিদার চাপ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। বৈঠকে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. শহীদুল হাসান, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিনুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

জরিমানা ছাড়া গাড়ির কাগজপত্র নবায়নের শেষ সময় ২৯ অক্টোবর

জরিমানা ছাড়াই মোটরযানের কাগজপত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা বাড়িয়েছে সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বছরের ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মূল কর ও ফি জমা দিয়ে জরিমানা ছাড়া মোটরযানের ফিটনেস, ট্যাক্স-টোকেন, রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স হালনাগাদ করা যাবে। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ গত রোববার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, অর্থ বিভাগের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানা ব্যতীত মূল কর ও ফি জমা দিয়ে সব ধরনের মোটরযানের কাগজপত্র এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স হালনাগাদের সময়সীমা আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত শেষবারের মতো বাড়ানো হলো। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরিমানা ছাড়া মোটরযানের কাগজপত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে না পারা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নতুন করে সুযোগ পাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল কর ও ফি পরিশোধ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ করা যাবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাড়তি সময়ের মধ্যে যানবাহনের মালিক ও চালকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং লাইসেন্স নবায়ন করে নেওয়া উচিত।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

শেখ হাসিনাসহ সকল দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ফেরত চাই : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

ভারত থেকে শেখ হাসিনাসহ সকল দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ফেরত চান তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান। এসম তিনি বলেন, "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও এর আগের সকল অপরাধেরও বিচার হবে।„ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। এসময় তথ্যমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত আনার বিষয়ে বলেন, "ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় দেখেছি, শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানে বিষয়টি আদালতের মাধ্যমে সমাধান করতে চায় ভারত সরকার।„ তবে অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন, "বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ফ্যাসিজমের চর্চা করলে তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। তাদের ধিক্কার জানানোই সঠিক বিচার হবে। তবে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।„ এসময় তিনি গণমাধ্যম ইস্যুতে বলেন, "আমরা কাউকে নিয়ন্ত্রণ করব না। কোনো গণমাধ্যম বন্ধ করার মানসিকতাও নেই এ সরকারের।„ বর্তমান সময়ে সরকার অনেক বেশি চাপে আছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পর সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছি। গত ১৭ বছরে করাপ্টেড সিস্টেমের পর স্বাভাবিক সময়ে সরকার দায়িত্ব নেয়নি। আর আমরা সেনসেটিভ সময় পার করছি।„
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী করতে চায় ইইউ : রাষ্ট্রদূত

নির্বাচনের পর বাংলাদেশে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলেছে- এমন মন্তব্য করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব আরও গভীর করতে কাজ করার কথা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। একইসঙ্গে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন

এখনো শুরু না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ- সিজিএস আয়োজিত ̀মিট দ্য অ্যাম্বাসাডর, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সঙ্গে ইইউর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরেন মাইকেল মিলার। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইইউর সম্পর্ক এখন নতুন এক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। শুধু অনুদাননির্ভর সহযোগিতা নয়; যৌথ অর্থায়ন, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ এবং চট্টগ্রাম বন্দরে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী করতে চায় ইইউ। এসময় কোনো দেশের ওপর এমন নির্ভরশীলতায় না জড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত। এছাড়া ঋণনির্ভরতা বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো অংশীদারিত্ব নয়, বিশ্বাস, ন্যায্যতা ও ভাগাভাগি সমৃদ্ধির ভিত্তিতে ইইউ সম্পর্ক চায় বলে জানান তিনি। বাংলাদেশে ইইউর প্রায় ১ বিলিয়ন ইউরোর চলমান চুক্তি, প্রকল্প ও অনুদান রয়েছে বলেও জানান মাইকেল মিলার। বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ সামনে রেখে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার কথা জানান তিনি। পাশাপাশি সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বন্দর নিরাপত্তা, মানবপাচার ও উগ্রবাদ মোকাবিলায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা বলেন। এদিকে, রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন মাইকেল মিলার। ২০১৭ সালের পর থেকে বাংলাদেশকে ৫০ কোটি ইউরোর বেশি সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থও বিবেচনায় রাখছে ইইউ।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

আলোচিত শিশু আছিয়া হত্যা মামলার রায় পিছিয়ে ৩১ আগস্ট

মাগুরায় আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আসামি হিটু শেখের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের ওপর রায়ের দিন পিছিয়ে গেছে। ৩১ আগস্ট রায়ের নতুন দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার হাইকোর্ট বেঞ্চে রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এ দিন ধার্য করা হয়। এ সময় আদালতে আসামিপক্ষে ছিলেন রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী হাফিজুর রহমান খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইমাম হোসেন তারেক। গত বছরের ৫ মার্চ রাতে মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী এলাকায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয় শিশুটি। বোনের শ্বশুর হিটু শেখ মেয়েটিকে শুধু ধর্ষণই করেননি, হত্যারও চেষ্টা চালান। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মৃত্যু হয় আট বছর বয়সি শিশুটির। এ ঘটনায় ভিকটিমের মা বাদী হয়ে হিটু শেখসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

রাষ্ট্রপতির ঠাকুরগাঁও সফর স্থগিত

রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে যাওয়ার কথা ছিল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের। ৩০ ও ৩১ আগস্ট দুই দিনের এই সফর ঘিরে জেলা প্রশাসনে শুরু হয়েছিল ব্যাপক প্রস্তুতিও। তবে শেষ মুহূর্তে অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির বহুল প্রতীক্ষিত এই সফর। মঙ্গলবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক ও ম্যাজিস্ট্রেট মো. রফিকুল হক। জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল হক বলেন, রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আগামী ৩০ ও ৩১ আগস্ট ঠাকুরগাঁও সফরের কথা ছিল। অনিবার্য কারণে সফরটি স্থগিত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নতুন সফরসূচি নির্ধারণ হতে পারে। এর আগে, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রটোকল শাখা থেকে গত সোমবার ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়, ৩০ ও ৩১ আগস্ট দুইদিনের সফরে ঠাকুরগাঁও যাবেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির সফর উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক প্রস্তুতির পাশাপাশি আবাসন ও যানবাহনের ব্যবস্থা করতেও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সফরকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রথম সফর হওয়ার কথা থাকায় স্থানীয় মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল ব্যাপক আগ্রহ। সফরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়েও নানা প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। তবে মঙ্গলবার সফর স্থগিতের ঘোষণা আসায় আপাতত সেই সফর আর হচ্ছে না। নতুন তারিখ নির্ধারণ হলে রাষ্ট্রপতির ঠাকুরগাঁও সফর ঘিরে আবারও প্রস্তুতি শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

মন্ত্রণালয়ে বসেছি তথ্যমন্ত্রী হিসেবে, শেখ হাসিনার আত্মীয় হিসেবে নয় : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রশ্ন করার সময় তাকে ̀আত্মীয়, হিসেবে উল্লেখ করায় এক সাংবাদিককে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আরও পেশাদার হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান পার্থ। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, তিনি সরকারের তথ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, শেখ হাসিনার আত্মীয় হিসেবে নয়। মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত আনার বিষয়ে জানতে চান। প্রশ্ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, ”পলাতক শেখ হাসিনাকে ফেরত

পেতে ভারতকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শরীফ ওসমান হাদির খুনিদেরও ফেরত দেওয়ার জন্য বলেছে। কোনো আপডেট আছে কি না? কবে নাগাদ ফেরত পাচ্ছেন আপনার আত্মীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে?„ এর জবাবে আন্দালিভ রহমান পার্থ বলেন, ”আমি আগেও বলেছিলাম, আপনার প্রশ্নটা আরও প্রফেশনাল হবে। আমি এখানে বসা তথ্যমন্ত্রী হিসেবে, তার আত্মীয় হিসেবে নয়। আশা করি, আপনি আগামীতে প্রফেশনাল ওয়েতে প্রশ্ন করবেন।„ এ সময় উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানও সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে পার্থর পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রসঙ্গ টেনে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ”আপনি তো উনার বহু বছরের একটা...উনি কার সাথে ছিলেন, কী করেছেন, খুবই ক্লিয়ারলি এক্সপোজড। ইজন্ট ইট?„ শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ”সাবেক ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে আছেন। আমরা জানি এবং আমাদের সরকারের তরফ থেকে যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে, যে কন্ডিশনগুলো দেওয়া হয়েছে এবং আমি যেটা জানি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় লিখেছে, এ ব্যাপারটা নাকি উনারা এখন আদালতের মাধ্যমে করবে।„ পার্থ বলেন, ”সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়, উনি ওখানে গিয়েছিলেন একভাবে, বাট ওই সরকার এখন পলিটিক্যালি ওই দায়ভার নিতে চাচ্ছেন না বলে এটা এখন জুডিশিয়ারির উপরে দিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হয়, এই সংবাদটা উনার জন্য খুব একটা সুখকর হবে না।„ শেখ হাসিনার পাশাপাশি মামলায় অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তিদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তথ্যমন্ত্রী। তার ভাষ্য, ”আমাদের তো দাবি একটাই; সেটা হলো- শুধু উনি কেন, প্রত্যেককেই আমরা ফেরত চাই। যাদের নামে মামলা, যাদের নামে সব কিছু। বাংলাদেশের জায়গা থেকে আমরা চাই, এই জুলাই আন্দোলন থেকে শুরু করে এর আগেও যে ঘটনাগুলো, সেগুলোর সঠিক বিচার হোক।„
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

পুলিশের উর্ধ্বতন ১৭ কর্মকর্তাকে বদলি

পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৭ কর্মকর্তাকে বদলি করে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে র‌্যাব, ডিএমপি, পিবিআই, সিআইডি, এসবি, এপিবিএন ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব তৌহিফ আহমেদের সই করা পৃথক তিন প্রজ্ঞাপনে এই রদবদল করা হয়। একটি প্রজ্ঞাপনে পিবিআইয়ের ডিআইজি মো. হুমায়ুন কবিরকে র‌্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। পুলিশ স্টাফ কলেজের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. হুমায়ুন কবীরকে পুলিশ সদর দপ্তরে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. তোফায়েল আহমেদ মিয়াকে ঢাকা মহানগর পুলিশে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার করা হয়েছে। এপিবিএনের পুলিশ সুপার নাজমুল আলমকে ডিএমপিতে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া, এসবির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিমকে এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারে খাগড়াছড়িতে সংযুক্ত করা হয়েছে। অন্য একটি প্রজ্ঞাপনে এসবির ডিআইজি মু. মাহবুবুর রশীদকে রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার করা হয়েছে। ডিএমপির উপ-কমিশনার আসলাম উদ্দিনকে পুলিশ সদর দপ্তরের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া নোয়াখালী পিটিসির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নূরুল আমীনকে খাগড়াছড়ি এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টাররে সংযুক্ত করা হয়েছে। একই প্রজ্ঞাপনে ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর জারি করা আদেশে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সদর দপ্তরে বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি গত ৫ মে জারি করা আদেশে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মল্লিক আহসান উদ্দিন সামীকে নড়াইল পুলিশ সুপার হিসেবে বদলির আদেশও বাতিল করা হয়েছে। আরেক প্রজ্ঞাপনে পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৯ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তারা হলেন- এপিবিএনের পুলিশ সুপার মো. শাহাদাত হোসেনকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার, এসবির বিশেষ পুলিশ সুপার এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেনকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার, আরপিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আবদুর রহমানকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. জাফর হোসেনকে সিআইডিতে বদলি করা হয়ছে। এ ছাড়া পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. আবুল কালাম আজাদকে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে, গাজীপুর ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট এস এম সিরাজুল হুদাকে ঝিনাইদহ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মুহাম্মদ খালেদ-উজ-জামানকে সিআইডিতে, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার এস এম রফিকুল ইসলামকে এপিবিএনে এবং সিলেট এসএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মো. রিয়াজুল কবিরকে রংপুর রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

ঢাকার লোডশেডিংয়ে সমন্বয়, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পুনর্বণ্টন

জ্বালানি ঘাটতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যান্ত্রিক ত্রুটি ও রক্ষণাবেক্ষণ, সঞ্চালন ও গ্রিডের সীমাবদ্ধতা এবং দ্রুত বাড়তে থাকা বিদ্যুতের চাহিদার সম্মিলিত প্রভাবেই দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতি ও লোডশেডিং পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহের ঘাটতি, বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে কারিগরি সমস্যা ও রক্ষণাবেক্ষণজনিত কারণে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সঞ্চালন ও গ্রিডের সীমাবদ্ধতা এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বেড়ে

যাওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। এ অবস্থায় লোডশেডিংয়ের চাপ কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিংয়ের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে লোডশেডিং এড়াতে ঢাকার দুই বিতরণ সংস্থা ডিপিডিসি ও ডেসকোর আওতাধীন এলাকায় প্রয়োজনীয় মাত্রায় লোডশেডিং সমন্বয় করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঢাকায় লোডশেডিং সমন্বয়ের মাধ্যমে সাশ্রয় করা বিদ্যুৎ গ্রামাঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পুনর্বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ঢাকার বাইরে শিল্প-কারখানাসহ গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক শ্রেণিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। একইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী ও ঘনঘন লোডশেডিংয়ের চাপও কিছুটা কমানো সম্ভব হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিভাগটি। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোডশেডিংয়ের বোঝা তুলনামূলকভাবে সুষমভাবে বণ্টন করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখা এবং কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গ্রাহক শ্রেণিকে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎবঞ্চিত না রাখাই মূল লক্ষ্য। জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা ফিরিয়ে আনা এবং গ্রিডের সীমাবদ্ধতা দূর করা গেলে পরিস্থিতি আরো স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সঞ্চালনে দায়িত্বে থাকা একমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা পাওয়ার গ্রিড কম্পানি অব বাংলাদেশের সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে লোডশেডিং হয়েছে ২২৫৯ মেগাওয়াট। তখন ১৬১৭৬ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হয় ১৩৯১৭ মেগাওয়াট।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিদায় হজের ভাষণ আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক : রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণ আজও সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, রাসুল (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণে মানব মর্যাদা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক অধিকারের যে মহান শিক্ষা উচ্চারিত হয়েছিল, তা আজও সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী ঈদে-মিলাদুন্নবী (সা.)-১৪৪৮ হিজরি-এর উদ্‌যাপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, আজকের বিশ্বে হিংসা, সংঘাত, অসহিষ্ণুতা, বৈষম্য, উগ্রতা, মিথ্যা ও নৈতিক অবক্ষয়ের যে বিস্তার ঘটছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে বিভেদ, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ কোনো জাতিকে শক্তিশালী করে না। অতীতের কর্তৃত্ববাদ, ফ্যাসিবাদ ও অন্যায় যেন আর কখনও ফিরে না আসে, সেজন্য রাসূল (সা.)-কে অনুসরণ করে এবং ধর্মের শান্তি, ন্যায় ও সম্প্রীতির মর্ম বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সুশাসন এবং মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

আগামী নভেম্বরে শুরু হবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন : ইসি

নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ জানিয়েছেন, আগামী নভেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য নভেম্বরকে টার্গেট করে কাজ আগানো হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ”আগামী নভেম্বর মাস ধরেই আমরা কাজ শুরু করেছি। ইতোমধ্যে আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করে এনেছি।„ তিনি বলেন, ”নির্বাচনের মৌসুম হচ্ছে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল মাস। এই টাইমটা হলো নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। এর মধ্যে পূজা থাকবে, ঈদ, রমজান থাকবে, এগুলো বাদ দিয়ে এটা হলো নির্বাচনের মৌসুম।„ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আগে করার বিষয়ে ইসির নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে জানান রহমানেল মাছউদ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মী নেবে মালয়েশিয়া সরকার : প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী

মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার দক্ষ কর্মী বিনা খরচে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। মঙ্গলবার সুনামগঞ্জে এক মতবিনিময়সভায় তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এসব কর্মী মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পাবেন এবং তাদের কোনো খরচ বহন করতে হবে না। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ, অবৈধ পথে বিদেশযাত্রা এবং ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার ঝুঁকি প্রতিরোধবিষয়ক মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সরকার বৈধ পথে কর্মীদের বিদেশ পাঠানোর জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে ১০ হাজার কর্মী নেওয়ার কথা জানিয়েছে। এসব কর্মীকে দক্ষতা ও ভাষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করে বিদেশে পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, শুধু বিদেশ যাওয়ার আগ্রহ থাকলেই হবে না, কাজ ও ভাষা শিখে দক্ষ হয়ে বিদেশে যেতে হবে। সুনামগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ভাষা শিক্ষার কোর্স চালুর জন্য উপযুক্ত

স্থান নির্ধারণ করা হলে মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া হবে। সভায় অবৈধ পথে বিদেশযাত্রা ও দালালদের দৌরাত্ম্য নিয়েও কঠোর অবস্থানের কথা জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, যে-সব দালালের ফাঁদে পড়ে সুনামগঞ্জের যুবকেরা অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন এবং অনেকে প্রাণ হারাচ্ছেন, তাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

অস্ত্র ফেলে পলায়ন, এবার দুঃখপ্রকাশ বিএসএফের

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার বনচৌকি সীমান্তে গরু চড়ানোকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিএসএফের সদস্যদের বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। একপর্যায়ে বিএসএফের তিন সদস্য দুটি শর্টগান ও একটি ওয়াকিটকি ফেলে ভারতে ফিরে যান। পরে সেগুলো উদ্ধার করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকে দুঃখ প্রকাশ করেছে বিএসএফ। মঙ্গলবার দুপুর ২টা ২০ মিনিটের দিকে সীমান্ত পিলার ৯০৭/২-এসের কাছে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজিবি সূত্রে জানা যায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রধান পিলার ৯০৭-এর ২ নম্বর উপপিলারের কাছে বাংলাদেশের অংশে কয়েকজন কৃষক জমিতে কাজ করছিলেন। এ সময় ভারতের ৭৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের পাগলীমারী ক্যাম্পের টহল দলের তিন সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কৃষকদের সঙ্গে বিএসএফ সদস্যদের তর্কাতর্কির একপর্যায়ে মারধর ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। এ সময় বাংলাদেশি কৃষকেরা বিএসএফ সদস্যদের একটি শর্টগান ধরে ফেলেন বলে স্থানীয়রা জানান। পরে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে বিএসএফ সদস্যরা দুটি শর্টগান ও একটি ওয়াকিটকি সেট ফেলে ভারতের অভ্যন্তরে চলে যান। পরে স্থানীয়রা অস্ত্র ও ওয়াকিটকি সেটগুলো বিজিবির বনচৌকি ক্যাম্পের কমান্ডার হাবিলদার শরিফুল ইসলামের কাছে জমা দেন। ঘটনার পর ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম ৭৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার কারণ জানতে চান। একইসঙ্গে এ বিষয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করা হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত সীমান্ত পিলার ৯০৭/৪-এসের কাছে দুই বাহিনীর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে অনুমতি ছাড়া বিএসএফ সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং স্থানীয়দের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। জবাবে বিএসএফ কমান্ডার এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না বলেও তিনি আশ্বাস দেন। একইসঙ্গে ঘটনায় জড়িত সদস্যদের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। বৈঠক শেষে উদ্ধার করা দুটি শর্টগান ও একটি ওয়াকিটকি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম বলেন, ”বিএসএফের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পতাকা বৈঠকে বিএসএফ কমান্ডার দুঃখ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটার আশ্বাস দিয়েছেন।„ (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

CHINA WARNS IT WILL PROTECT ITS INTERESTS AFTER US WIDENS SANCTIONS AGAINST IRAN

China has vowed to protect its interests after the US announced plans to widen economic sanctions against Iran and its trading partners, which include Beijing. Foreign ministry spokesman Lin Jian said China was firmly opposed to what it called "illegal unilateral sanctions" and would take "all necessary measures" to safeguard its rights. This came after US Treasury Secretary Scott Bessent announced the new measures on Monday, warning any nation financially partnering with Iran would be isolated. China is the biggest buyer of Iranian oil, although the trade has declined under the US blockade of Iran's ports.
(BBC News Web Page: 25/08/26, FARUK)

US REMOVES SYRIA FROM LIST OF STATE SPONSORS OF TERRORISM

The US has removed Syria from its list of state sponsors of terrorism after 47 years, lifting what it said was the "final major barriers" for private sector investment in the country and its reintegration into the global economy. US Secretary of State Marco Rubio said the move was in recognition of the Syrian government's positive actions to fully distance itself from acts of international terrorism. The Trump administration has embraced Syria's new president, Ahmed al-Sharaa, a former militant who once had an American bounty on his head as the leader of an al-Qaeda off-shoot. His Islamist group, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), was also removed from the US list of global terrorist organizations. HTS, formerly known as al-Nusra Front, was al-Qaeda's affiliate in Syria until Sharaa severed ties with the

jihadist network in 2016. In late 2024, HTS led the rebel offensive that overthrew former president Bashar al-Asaad and it dominated Sharaa's transitional administration.
(BBC News Web Page: 25/08/26, FARUK)

TORNADO TEARS THROUGH FRENCH VILLAGE, LEAVING DOZENS HURT AND HOMES RAVAGED

A tornado has torn through the village of Pomas in south-west France, injuring 39 people and damaging hundreds of homes. Authorities said 15 people were taken to hospital and two were in a critical condition. One man said his pregnant wife was injured after their house collapsed on her. More than 120 emergency workers were deployed to the village south of Carcassonne after winds reaching 117km/h tore roofs off houses and damaged an estimated 300 homes on Monday. Half the village has been destroyed," said one resident called Pierre, who described the tornado as swirling like a "huge red and yellow chimney ". "There's huge castle and a third of it is has collapsed - even though these are stones that have stood for 1,000 years," Pierre told Ici Occitanie. (BBC News Web Page: 25/08/26, FARUK)

ISRAELI ATTACKS KILL FIVE IN GAZA, INCLUDING TWO CHILDREN: MEDICS

Israeli air strikes and gunfire in the Gaza Strip on Monday killed at least five Palestinians, including two children, according to health officials. Medics and relatives said a 10-year-old girl was shot dead while inside her family's tent in the southern city of Khan Younis. A four-year-old boy was meanwhile killed in an air strike in Bureij refugee camp in central Gaza. The Israeli military said it was not aware of the incident in Khan Younis, but that it had issued an evacuation order in Bureij before carrying out a strike on what it described as a Hamas weapons storage facility. At least 1,296 Palestinians, including 300 children, have been killed in Israeli attacks in Gaza since a ceasefire between Israel and Hamas took effect last October, according to the territory's Hamas-run health ministry.
(BBC News Web Page: 25/08/26, FARUK)

'MONEY, NOT MISSILES': US LAUNCHES FINANCIAL ATTACK ON IRAN

On Monday, US Treasury Secretary Scott Bessent, announced an "economic D-Day" against Iran, with further sanctions on the regime and countries doing business with it. Iranian Economy Minister Ali Madanizadeh said Tehran was "fully prepared" for the sanctions, which he said would lead to "another defeat" for the US. Iranians have felt the brunt of decades of sanctions, which left its economy in tatters. The BBC's business editor Simon Jack described Washington's move as the "financial equivalent of a military attack using money, not missiles," and explains what the last development could mean for Iran. (BBC News Web Page: 25/08/26, FARUK)

TRUMP ENVOY CALLS FOR SUDAN-WIDE ARMS EMBARGO AS DRONE ATTACKS ESCALATE

US President Donald Trump's senior Africa envoy has asked the UN to extend its arms embargo from Darfur to all of Sudan, warning the war could spread across the wider region. The UN Security Council "must act to stop external financial and military support to the parties, such as drones and related technologies, from entering Sudan," Massd Boulos said. Drone attacks are escalating with both the army and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) accused of using them. Now in its fourth year, the conflict has killed tens of thousands of people and forced 14 million more to flee their homes. But a wider arms embargo would require a Security Council vote, with Russia and China opposing the move. They said it would affect Sudan's army's effectiveness. Sudan's UN envoy agreed, adding it would weaken protection for civilians. (BBC News Web Page: 25/08/26, FARUK)

:: THE END ::